

ত্রিভীতুর্গ।

সংস্করণ

রাজপুত্রও সেনাপতির জীবন
উপকথ্যান।

ত্রিভীনাথ দাস ঘোষের বিরচিত

হইয়া

ইদানীং

কলিকাতা

লক্ষ্মীবিলাস যন্ত্রে মুদ্রিত।

চিংপুর রোড নং ২৩৫

শকাব্দা: ১৭৮০।

গণেশ বন্দনা ।

—३४—

সকল কর গণপতি গিহি জা নন্দন । গজেন্দ্র বন্দন
মোক্ষের সমুদ্রের ভূষণ ॥ চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পুষ্প
ভন । থল স্তল কলের মধিক বাহন ॥ ত্রক্ষ বহি
বেদে যারে করয়ে বাখান । সর্ব বেত্তাভূত ভাবিয়া
বহুমান ॥ যোগেশ্বর জ্যোতির্দায় দেব গজানন । সক
দেব অগ্রে হয় তোমার কর্তন ॥ বেদান্ত বেদান্ত
যার নাহি হয় সীমা । জনন্ত না পার ভক্ত সবার
মহিমা । আমি দীন বুদ্ধি হীন নাহ কোন জ্ঞান ।
কৃপা কর লয়েদর হয়ে কৃপাবান ॥ তোমার মহিমা
গান করিতে ননন । শক্তি দেহি সিদ্ধিদাতা দেব
গজানন ॥ তনাম স্মরণে হয় কলুষ মোচন । সক
শাস্ত্র সিদ্ধ এই স্বরূপ বচন ॥ বিশ্ব হর লয়েদর
হয়ে কৃপাবান । তোমার করুণা বিনা নাহি দেখি
দ্রাণ ॥ এ ঘোর ভব সাগরে করুণা করিয়া । নিস্তার
জীনাথে প্রভু পদ তরী দিয়া ॥

সরস্বতী বন্দনা ।

—৩৫—

বন্দ মাতা বীণাপাণি, সুরাঙ্গ মহিমা শুনি,
পতিত পাবনী নারায়ণী । ত্রিভুবন জ্ঞান দাত্রী, সর্ব-
জীবে অধিষ্ঠাত্রী, তুমি মাতা জগত জননী ॥ শ্বেতা-
কর্ণী ত্রিনয়নী, শ্বেত পদে বিরাজিনী, শ্বেতাশ্রয়
পরা বাগ্‌বাণী । বাক্য রূপা সিনাতনী, গীত নাদ্য
প্রসাবিনী, ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী । তব রূপা হয়
যারে, মহা কবি বলি তারে, সকলেতে করয়ে বর্ণন ।
শাল্মলীকান্দি দুনিগণ, সেবিয়া তব চরণ, মহা জ্ঞানী
অতি বিচক্ষণ ॥ মহাকবি বেদবাস, আর কবি কালী
দাস, নানা মতে সাধন করিয়া । খ্যাত নাম ত্রিভুবনে
তোমার চরণ শুনে, তব পদ কমল সেবিয়া ॥ তোমা-
র করুণা নিকু, টেহতে যারে এক বিন্দু, বিস্তর গো-
চরিত্রা করুণা । ধন্য সেই ধরাপরে, সকলে প্রশংসা
করে, মান্য রূপে করয়ে গণনা ॥ এ দীনে করুণা
করি, কণ্ঠে উর বাগেশ্বরী, বাগ্‌বাদিনী জ্ঞান প্রদা-
য়িনী । মনো ভনো বিনাশিয়া, জ্ঞানাদিত্য প্রকা-
শিয়া, নিষ্ঠার মা বিজ্ঞা বন্দিনী ॥ তব চরণ কমল
সুশীতল নিরমল, জীনাথের সমস্ত বাসনা । দয়া করি
দীন হীনে, বিস্তর মা নিজগুণে, অকিঞ্চনে মকরন্দকণা ।

সত্য নিবন্ধন, ব্রহ্ম সনাতন, বেদেতে চিহ্ন কর।
 ভূমি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম, সকলের সূক্ষ্ম, ব্যাপ্ত চরাচর হয়।
 নিত্য নিরাকার, হইলে সাকার, উপাসক কার্য করে।
 অসীম অনন্ত, অগম্য বেদান্ত, সকলের অগ্রগণ্য।
 ত্রিগুণ অজীত, ত্রিগুণ আজিত, নিগুণ সগুণ ভূমি।
 ব্রহ্মপাত্রাপর, ব্যাপ্ত চরাচর, আকাশ পাতাল ভূমি।
 নীহিক চরন, সর্বত্র গমন, বিনা করে সন করে।
 নীহিক নয়ন, সর্বত্র দর্শন, ব্রহ্ম হেন শক্তি ধরে।
 দেবতা কিঙ্কর, ভুটর খেচর, সকলেতে আচ্ছাবর্তী।
 চক্রে সূর্য্য গ্রহ, বক্ষত্র সমূহ, সকলের অন্তর্বর্তী।
 ব্রহ্ম নিরাকার, অত্যাশ সাকার, দীপ্তমান ব্যাপ্ত হয়।
 পাণ্ডে পাণ্ডে অশু, রবি প্রতি বিধু, সেকণ জগত
 হয় ॥ নানী নানা বর্ণ, চক্রে এক বর্ণ, না হয় যেমন
 তেজঃ। সকলেতে নতি, হয় তার স্থিতি, মুক্তি সিদ্ধ
 এই মেন ॥

অন্ন পূর্ণা রত্নমালা ।



: ১০০ অন্নমালা : ভূকণ্ঠে পোষ, বিশ্বমাতা জগৎ
 কর্তা । লক্ষ্মী জননী, বিশ্ব প্রসাবিনী, তুমি গো বিশ্ব
 সংহরী ॥ সর্বত্র কপিনী, রক্ত সনাতনী, রক্ত ই
 ক্ষুণ্ণ তব । কোমল চরণ, সেটি পঞ্চানন মত
 বৈকুণ্ঠ, পদাভব ॥ তব নাম করি, কণ্ঠে বিষধরি, নীল
 কণ্ঠে নিব নাম । তোমারে স্মরণ, করে সেইজন,
 আনন্দ হবে মোক্ষ ধাম ॥ মায়া প্রকাশিয়া, জগত
 সৃজিয়া, টাটাইলা অন্নদানে । সুখ মোক্ষ ধাম,
 অন্নপূর্ণা নাম, বিখ্যাত বেদে পুরাণে ॥ গন্ধর্ব্ব কিম্বর,
 ভূচর খেচর, সর্ব জীব অধিকারী । রক্ত স্বকপিনী,
 যাক্তা সনাতনী, তুমি মাতা কৃগন্ধারী ॥ দীন হীন
 জন্মে, কৃপাবলোকনে, পুরাও মূর্খের আশ । তোমারে
 বর্ণনা, করিতে বাসনা, করিয়াছে তব দাস ॥ কণ্ঠে
 আসি উর, বাঙ্ক পূর্ণ কর, অন্নদা করি কল্পনা ।
 এই হেতু স্থিত, হেরি অবিরত, ত্রীনাথের এ
 বসনা ॥

মূচীপত্র।



পিতা পরিচয়

দেশ বন্দনা

রক্ত বন্দনা

স্বাধীনতা বন্দনা

মম পুত্র বন্দনা

জগদীশ ও সেনাপতির জীবন উপাখ্যান ১

জগদীশ ও কুমারের ক্রন্দন ৩

কুমারের বিদ্যারম্ভ ৭

জগদীশ কুমারের মৃগয়া ১১

চিত্রসেনের তাজদীপে গমন ১২

কুমারপতির পরিচয় ২৪

চিত্রসেনের তাজদীপে গমন ৩৬

চিত্রসেনের হেমলতার সহিত সাক্ষাৎ ৩৮

হেমলতা স্ত্রী বাক্যের বিবরণ কহিতেছেন ৪২

চিত্রসেনের বিবাহ ৪৭

চন্দ্র-কুমারের সহিত উর্কশীর মিলন	৫২
রাজ কুমারের উর্কশীর সহিত কথোপকথন	৫৭
সেনাপতি ও রাজ কুমারের পুনর্মিলন	৫৯
হাতছাড়াপে পুনর্গমন ও সালবান রাজার শাসনা মোচন	৬৪
রাজ-কুমার ও চিত্রসেনের বাটী গমন	৭১
কুমারের বিবাহ জন্য শল্য রাজার নিকট দ্রুত প্রেরণ	৭৭
রাজা ইন্দ্রসেনের সৈন্যের সুসজ্জার্থে মন্ত্রী প্রতি জ্ঞাদেশ	৮১
ইন্দ্রসেন রাজা কুমারের সহিত মগধ রাজ্যে গমন	৮৩
রাজ-পুত্রের বিবাহ	৮৫

সূচীপত্র সমাপ্তঃ ।



বিজ্ঞাপন ।



প্রায় দিনকর কৰাধিক বিস্তার বশঃ প্রান্তরক-
ণোপম অজ্ঞান তিমিরাক্তকঃ সাধারণ ধরাঃ পণ্ডিত-
গণ সমীপে অশ্রদাদির প্রার্থনীয় যে যথা সাধ্য বহু
বিধ পদো মৎ প্রণীত এই নব্য কাব্যে করুণারামি
প্রকাশি বারেক অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত পূর্বক আমাদে-
ৱিহিত্য ও এই শ্রম সকল করিবেন এবং ভবদীয়
সভার সম্মান গুণগুণ গ্রাহকতা প্রকাশ করতঃ ইহার
দোষ সমূহ মাজ্জনা করিবেন অপর সকল সাধারণ
জন গণ জ্ঞাপনার্থে প্রচার করা যাইতেছে ইহাতে
অন্যে অধিকারাত্মক হেতুক কেহ অনুমতি না-
হীত ছাপাইলে তাহাকে রাজ-দরবারে দণ্ড পাঠ-
তে হইবেক ।

শ্রীশ্রীনাথ দাস ঘোষ ।

সাং পাণিহাটি ।

জগৎ পরিচয় ।

২৪



কলিকাতা অশুপাতি কানিহু টী গ্রাম । কনিহু
কলিন বহুকাম, তথা বাস । শান্তি অতি সুপাতি
বহু গুণবান । নিরুদয় বিশ্বনাথ দাস (হংস নাম) ॥
ভাঁও জ্যেষ্ঠ শিবচন্দ্র শিবাকর । সৌদাম্য ঘোষ
নাম তনয় ভাঁও ॥ ইন্দ্রনাথ ঘোষ তার কনিষ্ঠ
নন্দন । প্রকাশ করিয়া এষ্ট গ্রন্থ বিবরণ । অল্পবয়স
পালন করিয়া স্বদেশ । বহুব্রহ্মে নব্য কাম পরিচয়
রচন ॥ নিবেদন করি গুণিগণ সন্নিবাহন । জনতি
বিনতি স্তুতি বিবিধ বিধান ॥ নিরুদয়ে জানহীনে
বরা প্রকাশিয়া । জন যদি থাকে তাহা দিবেন
গুণিয়া ॥

রাজপুত্র ও সেনাপতির জীবন

উপাখ্যান ।

পয়ার । চন্দ্রদ্বীপ নামে এক বিখ্যাত নগর ।
ইন্দ্রসেন নাম রাজা তাহার ঈশ্বর । বলাহনে পূর্ণ
যশে কর্তার সমান । বিজ্ঞানস্ব হস্ত দান্য পীর মতি-
মান ॥ রাজার মহিষী নাম ক্ষীরদাসিনী । নিক-
পমাকপা-বামা জিনি সৌদামিনী । এক দিন নৃপ-
বর মহিষীর নঙ্ক । নিশিতে ছিলেন নানা কোতুন
প্রসঙ্গে ॥ অকস্মাৎ নরপতি হইল অগমন । বসি-
লেন ধরাসনে মলিনবদন ॥ ভূপতিকে মূরম্ম দেখি
ঈশ্বরভী । কৃতাকালি করি কহে করিয়া মিনতি ॥
কি কারণে অন্য়মন বিরসবদন । অন্ধপূর্ণ কি কারণ
দেখি হৈ ময়ন । কি লাগিয়া মহারাজ হুঃখিতঅন্তর ।
অন্তরেতে নিরন্তর কেন ভাবান্তর ॥ তুমি রাজা

মহিবীর বিনয়বচন । মুহূর্ত্তরে কহিছেন বিধাদি
 মন ॥ কৃপাসিক্ত ভগবান জগত ঈশ্বর । বিন্দুদ্যে
 আশারে করেছেন মহীশ্বর ॥ অতুল ঈশ্বর্য্য রাব
 বিশাল বিস্তার । পুজ বিনা ত্রিসংসার সকলি অসার
 নানারত্নে পরিপূর্ণ মম ধনাগার । পুজরত্ন বিনা
 দেখি অন্ধকাব ॥ পুজ হৈতে পুষ্পাম নরক
 পার । এমন তনয় নাহি হইল আমার ॥ হেন পু
 রত্ন মোরে না দিল গোসাঞি । মম মম পাত
 এ ধরাতে নাই ॥ কি কাষ সংসারে আর যাই ব
 বাসে । ঈশ্বর সাধন বনে হবে অনায়াসে ॥ অনি
 শরীর এই জহাবিশ্ব প্রায় । পদপদ্মে জীবন কী
 জন ভায় ॥ নিত্যবস্ত্র ভগবান অমূল্য যে ধ
 রহেহি তুলিয়ে পেয়ে সামান্য যে ধন ॥ কাষ ন
 রাজ্য ধন জন পরিবার । ধার্য্য করিয়াছি
 অনিত্য সংসার ॥ বৈরাগ্য আশ্রমি হইবে বনে প্র
 শিন । নিত্যবস্ত্র ভগবান পদ আরাধিব ॥ ভূপ
 চেনে মহিবী সক্রান্তরা । বিধাক্ত অন্তরে বহে
 যনে ধার্য্য ॥ নরপতি প্রতি কহে করি ঘোড়প
 তি মুহূর্ত্তরে নূপে কহিছেন রাণী ॥ অম
 নতারাধ বেদ কি কারণ ঈশ্বর বারণ মনে

নিবারণ ॥ সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছাপনি বিচক্ষণ ।
অজ্ঞানের মত খেদ কর কি কারণ ॥ দৈববলে
কোন কর্ম না হয় রাজন । অতএব কর রাজা দেবতা
অর্চন ॥ সত্য ত্রেতা ছাপর কলিসুণ মুগাভরে ।
পূজার্থে করেছেন ষষ্ঠ যত মূপনরে ॥ যজ্ঞকালে
সকলের হয়েছে সফল । অতএব দৈব নিম্ন আব-
নাহি বল ॥ ইন্দ্রসেন নরপতি প্রিয়সী বচনে । ধৈর্য্য
হৈয়া বিচার করিল। মনেমনে ॥ শ্রীনাথে কবণাময়ী
করুণা করিয়া । পার কর ভবাসিন্ধু পদতরি দিয়া ॥

—মঙ্গল—

যজ্ঞারম্ভ ও কুমারের জন্ম ।

পর্যায় । নিশি অবসানে শুলী গোলা স্থান-
তর । কুমদী মুদিত হেল হয়ে ভাবান্তর ॥ প্রকাশ
হইল দিবা দেখি দিবাকর । কমলিনী সরোবরে
প্রফুল্ল অন্তর । আনন্দসলিলে ভাসেজলের হিজোলে ।
সকরন্দ পানে মত্ত মত্ত অলীকুলে ॥ চক্রবাক চক্র-
বাকী একত্রে মিলিল । প্রমাণাপে ঘোঁহে মুখে মুখ
আরোপিল ॥ ইন্দ্রসেন নরপতি রাজা ইন্দ্রপ্রায় ।
প্রভাতেতে বার দিরা বসিলা সভায় ॥ মন্ত্রী প্রতি

আদেশ করিয়া নরপতি : যজ্ঞ আরোহণ কর
 শীঘ্রগতি । যতেক ব্রাহ্মণ আছে মম আধিকারে ।
 নিমন্ত্ৰণ লিপি শীঘ্র দেহ সবাকারে ॥ শুক প্রভে
 হিতে আন করি আবাহন । অস্ত্র মম বিশেষ
 আহরে প্রয়োজন । রাজার আদেশে মন্ত্রী স্বরাশির
 হৈরা । নিমন্ত্ৰণপত্রিকা দিলেন পাঠাইরা ॥ পত্রিক
 পাঠাইয়া মাত্র যতেক ব্রাহ্মণ । চন্দ্রভীষ নগরেতে
 করিলা গমন ॥ রাজার সভাতে গবে হৈলা উপ-
 নীত । গাত্রোধান টেকা রাজাহরে স্বরাশিত ॥ ভূপতি
 ভুতলে আসি তাজি সিংহাসন । গলবস্ত্র হরে কহে
 মধুর বচন ॥ অস্ত্র যে সকল জন্ম অস্ত্র আমি ধন্য ।
 ব্রাহ্মণ মণ্ডলি প্রদরজ প্রাপ্ত জন্ম ॥ যে পদ কমলা
 কাজিক কমললোচন । ভূগু-পদচিহ্ন বক্ষে করিলা
 ধারণ ॥ সুসজ্জিত ব্রহ্ম আজি আকার কলিল । দেবত
 ব্রহ্মবিশ্ব-অর্চনামে মিলিল ॥ শুনে ভুত ভূপতি
 হরে বৃন্দাধর । আরোহণ করিলা ব্রহ্মে ক শীঘ্রবস্ত্র
 পাশ্র্বে অর্ধ কমা যজ্ঞ দিয়া সলাকারে । সভা মধ্যে
 বসাইলেন অতি সম্মানে ॥ গলবস্ত্র হরে রান
 করিয়া নিমন্ত্ৰণ কর কোণে কহিছেন মধুর ভাষা
 নৃজায়ে করিষ যজ্ঞ মনেতে বাসনা । কৃপা ক

মুনিগণ পুরাও কানন ॥ দশম বালিয়া মন যতৈক
 ব্রাহ্মণ ॥ আদেশিকা করিমারে সন্ত আদেশজন ॥
 ইষ্টদেন নরপতি বুঝ আশা লরে ॥ আরম্ভ করিলা
 যজ্ঞ শুদ্ধচিত্ত ভাবে ॥ বেদ পাঠে সহস্র সহস্র বিজ্ঞ-
 গণ ॥ নিম্নক করিয়া দিল বস্ত্র অভরণ ॥ নিত্য নিত্য
 ব্রাহ্মণ জোজন মানানতে ॥ দক্ষিণা বিধি রত দেন
 আনন্দেতে ॥ নগা বেদ বিধিমনে বস্তু সমপিন ॥
 ব্রাহ্মণে দিলেন দান দিনান্ত করিয়া ॥ নানা রত্ন
 পাইয়া যতৈক সুধগণ ॥ আনন্দসাধন যথ সবাচার
 মন ॥ পুত্রসং ভব রাজ্য বলিলা মন ॥ ভূপতি
 আনন্দ অতি হর্ষিত মন ॥ নানামতে স্তব স্তুতি
 ব্রাহ্মণে করিয়া ॥ বিদায় করিলা নানা নহ জন
 দিয়া ॥ স্বয়ং স্থানে প্রস্থান করিয়া মুনিগণ ॥ পুণ্যে
 পূর্ণিত চিত্ত হইলা রাজন ॥ কিছু দিন পরে স্ত্রী
 হইয়া স্বাতন্ত্র্য ॥ দৈবকম্বকসেতে হইল গর্ভবতী ॥
 পঞ্চমাসে পঞ্চামৃত দিলা নারীগণ ॥ দশম মাসেতে
 সাধ করিলা ভক্ষণ ॥ দশ মাস দশ দিন পূর্ণিত
 হইল ॥ শুভক্ষণে শুভলগ্নে পুত্র প্রসবিল ॥ বোল-
 কলা পূর্ণ নিম্বলঙ্ক শশধর ॥ ভূমিষ্ঠ হলেতে উত-
 রিল ধরাপর ॥ অপকপকপ দেখি যত নারীগণ ॥

রাজরাণী প্রতি কণ্ঠে মধুর বচন ॥ দৈব কর্মক
 রাণী কুমার তোমার ॥ আকাশ প্রকার যেন দে
 অবতার ॥ মনস মন্থকপ কতু নাহি দেখি ॥
 পুণ্ড মুখ দেখি বুড়ান গো জাখি ॥ হেন অপকণ
 রূপ না দেখি কখন ॥ বিধাতা নিজনে বসি করে
 গঠন ॥ পরস্পর রামাগণ এক চুকে চান ॥ আনন্দি
 যান রাণী সবারে দেখারি ॥ এইকপ রামাগণ দেখি
 কুমারে ॥ প্রশংসা করিয়া গল নিজ নিজ ঘরে
 এসেনী বাহিরে গিয়া রাজসম্মিধানে ॥ গলবস্ত্র হ
 কহে মধুর বচনে ॥ নিবেদন করি শুন রাজা মহ
 শয় ॥ শুভকণে হইয়াছে তোমার তনয় ॥ শু
 নরপতি ভক্তি হরষিত মন ॥ এসেনীরে পুরক
 দিয়া নানা ধন ॥ সিংহাসন অঙ্কি রাজ্যপুণ্ড
 হৈরে ॥ আনন্দ অন্তরে যাম দেখিতে তনয়ে ॥ পুল
 পুর্নিত হরে ভূপতি তখন ॥ পদপ্রজে অকল্প
 করিয়া গমক ॥ তনয়ের রূপ দেখি ইন্দ্রমেন ভূপ
 আশ্চর্য হইলা দেখি অপকণকণ ॥ অগুজক অ
 মনে ভিরিক হৈছিল ॥ মন পুণ্ড মুখচন্দ্র হাহা বিনা
 নিম ॥ আশ্চর্য হরে রাজা বাহিরে আসিয়া
 আসা নিজ মন্ত্রী প্রতি মস্তক বসিয়া ॥ আশ

পণ্ডিত যত সম অধিকারে । যথা যোগ্যদান দান কর
সবাকারে ॥ সোমণা করহ নদী রাজ্যের চিত্তরে ।
কেহ নাহি রহে যেন বিরস অন্তরে ॥ আন্ধ বহু লীন
হীন দরিদ্র জনারে । ধন বিতরণ মন্ত্রী কর আদ-
তরে ॥ ভদ্রাশ্রম মন্ত্রী বাজ আক্রা অনুসারে । অক-
ভরে ধন দান করিলা সবারে । পুর পাইয়া ধন
বহুতক ত্রাঙ্গণ । আশীর্বাদ করিবার করিলা গমন ॥
জন্মে পক্ষ সর্গন নান হইল অভীত । যত্ন মাগেতে
রাজা আনি পুরোহিত ॥ বেদ পাঠ করিত পুণ্ড্রমুখে
জন্ম দিয়া । রাজপুত্র নাম চন্দ্রকুমার রাখিলা ॥
সুকপক্ষ শশী জন্ম রাজার কুমার । দিনে দিনে
বৃদ্ধি হয় জাতি শোভাকর ॥ শ্রীনাথে করুণাময়ী
করুণা করিয়া । পীর কর ভরণে পদতরি দিয়া ॥

৬৬



কুমারের বিদ্যারম্ভ ।

পয়ার ৭ । একদিন নৃপবর বসিলা সভায় । ত্রাঙ্গণ
পণ্ডিত চতুর্দশে শোভা পায় ॥ অনাত্য বাক্যবরণ
হইয়া বৈষ্ণব মনকত্রমণ্ডলে যেন চন্দ্রিমা শোভিত ॥
গায়ক নটকগণ সম্মুখে বসিলা । নৃত্য গীত আধাতি

যন্ত মিলাইয়া । হয় রাগ হুজিরা রাগিনী অ
 ভাপনে । অসিম আনন্দ পূর্ণ ভূপতির মনে ॥ এ
 কালে সভায় আসিয়া উপনিত । তেজসি তপ
 তেজে তপনউদিত ॥ ত্রাক্ষণে দেখিয়া রাজা ক
 গাঞোখান । করযোড়ে সম্মুখেতে করিলা সম্মান
 সাক্ষাৎক্রেতে প্রণমিয়া যোড় কারি কর । সবিন
 কহিতে লাগিলা নরবর ॥ কি কারণে হুনিয়া হে
 আগমন । স্বকপ লনিত ইচ্ছা তব বিদগ ॥ বাজ
 বিনয়ে কৃষ্ণ হইয়া তখন । মৃদুস্বরে কহিলেম মা
 বচন ॥ সর্বানন্দ শম্মা নাম বিনা বাবস
 দেশ দেশান্তরে হইয়াছি দিগ্গিজয়ি ॥ ভূপতির ক
 বাণী করিয়া শ্রবন । দেখিতে এগেছি তন সভাস
 গণ ॥ রাজা উল্লসেন সর্বানন্দের বচনে । আনন্দ
 নরপতি হৈয়া মনে ॥ বিচার করহ যত সভাসদগ
 দিগ্গিজয়ি সর্বানন্দ ভট্টাচার্য্য সনে ॥ রাজার আ
 পেয়ে সভাসদগণ । বিচার আরম্ভ সভে করি
 জ্ঞান ॥ ব্যার পঞ্চ পাঁচগুল বিষয় প্রকার । সর্বান
 ভট্টাচার্য্য করেন বিচার ॥ সর্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত অ
 বিচক্ষণ ॥ পরামর্শ করিয়া রাজ সভাসদগণ ॥ সর্বান
 রাজসভা জিনিয়া বিচারে । মৃদুস্বরে তচনেতে কহে

রাজারে ॥ তব সভাসদগণে করেছি পরাস্ত । বিচারে
 পণ্ডিত গণ হয়েছে নিরস্ত ॥ সভাসদগণ বহু রহে
 মৌন হয়ে । কহিছেন সর্কানন্দ রাজারে চাহিয়ে
 কাহার সহিত আমি করিব বিচার । আজ্ঞাকর
 মহারাজা যা ইচ্ছা তোমার ॥ হেনকালে কুমারে
 লইয়া কোড়েতে । সৈলিনী আইল এক রাজার
 সভাতে ॥ কুমারের চমৎকার দেখিয়া সৌন্দর্য্য ।
 কহিতে লাগিল সর্কানন্দ ভট্টচার্য্য ॥ শুন মহারাজ
 এই তোমার নন্দন । বিচারিয়া দেখিলান সমস্ত লক্ষণ
 ইহার শিক্ষক আমি হইয়া রাজন । সর্ব শাস্ত্রে বিদ্যা-
 রস করিব নন্দন । আচার্য্যের বাক্য রাজা করিয়া
 শ্রবণ । কুমারে তপনি করিল সমাধা ॥ সর্কানন্দ
 ভট্টচার্য্য লইয়া কুমারে । নানা যত্নে শিক্ষাদেন
 হারয় অন্তরে ॥ কিছুদিন শিক্ষা পাইয়া রাজার নন্দন
 সর্ব শাস্ত্রে বিলক্ষণ হৈল বিচক্ষণ ॥ কুমারে
 সুশিক্ষিত দেখিয়া আশচর্য্য । কবিরত্ন দিগ্বিজয় মনে
 করি ধার্য্য ॥ উপাধি প্রদান করি রাজার নন্দনে ।
 লৈয়া গেল কুমারে রাজার সদনে ॥ আচার্য্য
 দেখিয়া রাজা সন্তোষে উঠিয়া । যত্নবশে কহিছেন
 গলেবস্ত্রদিয়া ॥ কি কারণে আগমন কুমারে লইয়া

শুনিতে বাসনা বড় বল বিস্তারিয়া ॥ রাজার বিনয়ে
 তুষ্ট হইয়া তখন । কহিতে লাগিল। হয়ে সহাস্য
 বদন ॥ কুমারেরে মহারাজ করহ পরীক্ষা । কি পৰ্য্যন্ত
 শাস্ত্রসম্ব হইয়াছে শিক্ষা ॥ শুনি রাজা আদেশ
 করিলা দুঃগণে । পরীক্ষা করত সতে আয়ার নন্দনে
 রাজার আদেশ পাইয়া সভাসদগণে । শাস্ত্রালাপ
 করিছেন কুমারের সনে ॥ শাস্ত্রের প্রসঙ্গে সতে
 সন্তুষ্ট হইয়া । কহিতে লাগিল। সতে রাজারে চাহিয়া
 শুন মহারাজ এই তোমার নন্দন । সৰ্বশাস্ত্রে হট-
 রাছে অতি বিচক্ষণ ॥ কুমারেরে শুশিক্ষিত দেখি
 নরপতি । আচার্য্যের প্রতি হৈলা হরষিত অতি ॥
 নানানতে স্তব স্তুতি করিয়া রাজন । আচার্য্যেরে
 পুরস্কার দিলা নানাধন ॥ চিত্রসেন নামে সেনাপতির
 প্রধান । কুমারে দিলেন শিখাইতে ধনুর্কান ॥ কিছু-
 দিনে অস্ত্র বিদ্যা হৈলা সুশিক্ষিত । দেখি চিত্রসেন
 হৈলা পুলকে পূর্ণিত ॥ নিত্য সঙ্গ করি লয়ে রাজার
 কুমারে । অরণ্যে প্রবেশ করে যুগয়ার তরে ॥
 সীনাথে ককণামরী ককণা করিয়া । পার কর তবার্ণবে
 পদতরি দিয়া ॥

রাজহুম্মারের যুগয়া ।

একদিন রাজপুত্র চিত্রদেব সনে । অরণ্যেতে
 অবশিষ্টা যুগয়া করণে উত্তরিল গিয়া দৌহে
 গহণ করেন । প্রফুল্ল অন্তরে করে যুগ অশ্বেষণ ।
 নানা ভাতি যুগবধ করি ছুটি জনে । ভ্রমণ করেন
 দৌহে দানবিন্ত মনে ॥ পথশ্রান্তে ক্রান্ত হার বাজার
 সম্মুখে : পৌজেন বৃক্ষমূল মলিন তন ॥ ইনকালে
 ক্ষুধা বোধ হইল তখন । ঘোর অন্ধকার হইল
 জলীল । ভয়ে ভিত চিত দৌহে করেন বাদন ।
 কাতর হইয়া করে ঈশ্বর স্মরণ ককণ । নিধান
 রূপাণিকু দয়াময় । তন ইচ্ছামতে সুকীৰ্ত্তি হর
 পদ ॥ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ আদি তব সেকাধিন । নিয়াম
 গমন করিতো তব পাদিন । দরবার দাস তন শুনেহি
 পুরাণে । কিসের নিদে প্রভু বাচাও কাননে ॥
 ঘোর অন্ধকার দেখি ভরে কাঁপে জাগ । কোয়ার
 করুণা বিনা নাহি দেপি জাগ ॥ এইরূপে ছুইজনে
 করেন রোদন । কম্পান্বিত কলেনর দেখি ঘোরবন
 অন্দন করেন দৌহে ব্যাকুল হইয়া । উপার না পান
 কিছু মনেতে ভাবিয়া ॥ বৃক্ষোপরে ছুইজনে করি

আরোহন। বসিরা রহিল। অতি বিসাদিত মন।
 ইতিমধ্যে শর এক করিয়া অবণ। চিত্রসেন প্রতি
 কহে রাজার নন্দন। কিসের এ ধ্বনি শুনি কর
 অনুভব। আচম্বিতে শুনি একি কোলাহল রব। কম্পা-
 দ্বিত কলেবর হৈয়া দুইজন। ভয়ে ভিত চিত মুখে
 নাসারে বচন। ক্রমে বৃদ্ধি হৈল কোলাহল ধ্বনি।
 স্তব্ধ হয়ে রহে দৌহে ঘোরশব্দ শুনি। ভয়ঙ্কর
 বেশ অশ্বারোহি অস্ত্রধারি। মহাদক্ষ করি আসি-
 তেছে সারি। যেই বৃক্ষে দুইজনে ছিল লুকাইয়া।
 উত্তরিল অশ্বারোহি গব তথা গিয়া। অশ্ব বান্ধি
 সকলেতে নামি ভূতলেতে। বিবধ আশ্রয় কবে করি
 সকলেতে। দন্যবৃত্তি করিবার করিয়া মনন।
 পরস্পর পরামর্শ করে জনে জন। শুনি চিত্রসেন
 রাজ কুমারে কহে। এই সব দন্যদল হইবে নিশ্চয়।
 নিশ্চয় থাকি এই বৃক্ষের উপরে। দন্যগণ প্রত্যেক
 কদাচ না করে। এত বলি দুইজনে নিশ্চয় হইয়া
 বৃক্ষোপরে ভিত হয়ে রহে লুকাইয়া। দৈব নির্বন্ধন
 যাহা কে ধণ্ডাতে পারে। কালে পূর্ণ হয় বিধি লিপি
 অনুসারে। যেই শাখা ধরি হিলা রাজার নন্দন।
 সেই শাখা ভাঙ হৈয়া পড়িল তখন। একত্রে বসিরা

দেখা ছিল দক্ষাগণ । শাখা সহ কুমার তথা চইল প-
 চন ॥ অকস্মাৎ শাখা ভগ্ন দেখি ভূতলেতে ৷ তৎ
 হরে নিকটেতে আইল দকলেতে ॥ তথ শাখা নক-
 লেতে করি নিরীক্ষণ । কুমারেণে দেখিতে পারিণ
 মতেকুম ॥ চমৎকার হৈল দেখি রূপের লাবণ্য ।
 পরস্পর কহে সবে এ নহে সামান্য ॥ হেন অপকণ
 প কভু দেখি নাই । চল ভাই সঙ্গে করে, এরে সঙ্গে
 গাই ॥ বহু ধন পাব এরে করিলে বিক্রয় । অন্যথা
 নাহিক ইথে জানিহ নিশ্চয় ॥ এত বলি রাজপুত্রে
 করিয়া বন্ধন । সঙ্গে করি লয়ে সবে করিল গমন ॥
 চতু বন্ধনেতে মনে ব্যথিত হইলা । রাজার নন্দন
 তবে কান্দিতে লাগিলা ॥ অনাথের নাথ জগত কর্তা
 জগবন্ধু ১, কাতর কিঙ্করে রূপা কর রূপাসিদ্ধ ২ তথা
 মঙ্গলরূপে নাহি থাকে যম ভয় । তবে কেন দনু্য হস্তে
 জের প্রাণ যায় ॥ দৈব নির্ভঙ্কন যাহা কে খণ্ডিতে
 পারে । আপনি ভোগিব জ্ঞান কর্ম অনুসারে ॥ যম
 পিতৃ শাসনেতে এই দনু্যগণ । অরণ্যে থাকিয়া সবে
 চিহ্নি জীবন ॥ সেই সব দনু্যগণ মোর প্রাণ বধে ।
 চাণ্ড করণাময় কিঙ্করে বিপদে ॥ পুরাণে শুনেছি

তব মহিমা অপার । প্রহ্লাদে বিপদে হরি করিলে
 নিস্তার ॥ অনন্ত ভ্রূকণ্ড ভাণ্ডার নারায়ণ । বিপদে
 রাখিল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ॥ দ্রৌপদীর বস্ত্র ছরি
 দশ ছুশাসন । কাতরে তোমারে হরি করিলা শ্রবণ ॥
 বস্ত্রকপা হয়ে তার সজ্জা নিবারণা । ~~কিন্তু~~ কপা
 কাপে পাণ্ডবেরে বাঁচাইলা ॥ ভকত বৎসন হরি
 তুমি ভগবান । কাতর কিঙ্করে প্রভু কর পরিজ্ঞান ॥
 কি দানে দোষিত আমি আছি তব পায় । কৃপাসিন্ধু
 কৃপা করে বাঁচাও আমার ॥ তব বন্ধ মোচন হয় ও
 ন্যায় শ্রবণে । তবে কেন থাকি এই সামান্য ~~দুঃখ~~
 নানামতে রাজপুত্র করেন কন্দন । বাহি লয়ে দম্ভা-
 গম করিলা গমন ॥ দিগ দিগন্তর হইলিহীন সান্না
 দেশ । নিবিড় অরণ্য মধ্যে করিল প্রবেশ ॥ পান্ডব
 গাঙ্গুরে সবে করিলা গমন । অন্ধকার দেখি-কৃদিক-
 ল্পনে সখন ॥ পথ ~~আছি~~ দৃষ্টি হয় ঘোর তমোবর ।
 মকে চলি গেলে রাজার তনয় ॥ প্রজ্বলিত শিখা
 এক ছেদিল নরনে । উল্লসিত অশ্রুধারা বহে
 ছনননে ॥ ক্রমে ক্রমে গমন করিলা সকলোতে ।
 প্রবেশ করিলা এক বাটির মধ্যেতে ॥ চক্রে শূন্য গম
 তেজ রত্ন নানা জাতি । নানাবর্ণে উজ্জলিত হয় তার

তি ॥ শোল হুল অগ্নি চক্ষু মুখের মুকুট ॥ ধনুহনে
 ॥ ক্রা তুণ সহ নানা শর ॥ সেই স্থানে বাসপুত্রে
 ॥ স্থান করিল ॥ বরাহণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল ॥

পয়ার ॥ বৃক্ষহেতে চিত্রসেন একপ দেখিয়া ॥
 ॥ যায়ে লইয়া গেল বন্ধন করিয়া ॥ ভুতনে নাহিল
 ॥ দতি হরে দ্বিরমান ॥ অন্তঃস্থলে স্তম্ভাভব করিল
 ১১১ ৥ কদম্বী মুদিত হৈল বদির কিরণে ॥
 ১১২ ৥ সতকে প্রফুল্ল চিত্ত কমল কাননে ॥ চকরাক চক
 ১১৩ ৥ কৌ হইল মিলন ॥ প্রেমালোপ রচে দৌড়ে আন-
 ১১৪ ৥ দিত মন ॥ অলিঙ্গিত্রে মকরন্দ কমলিনী কোলে ॥
 ১১৫ ৥ হরে দোলে বন্দ বাজে জলের হিল্লোলে ॥ নানা
 ১১৬ ৥ শঙ্কির শুনিয়া মধুস্বর ॥ নিশি অবসান বিচা-
 ১১৭ ৥ জা শুকব ॥ বৃক্ষ হেতে চিত্রসেন আসি ধবাপুর ॥
 ১১৮ ৥ রাধন করেন বন দেখি ভয়ঙ্কর ॥ বিবেচনা করিলেন
 ১১৯ ৥ আপনার মনে ॥ এসব বৃত্তান্ত যদি জানাই রাজনে ॥
 ১২০ ৥ ভূপতি শুনিলে এই সব বিবরণ ॥ পুত্রশোকে নর-
 ১২১ ৥ কিত্তাজিবে জীবন ॥ ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র প্রবে-
 ১২২ ৥ শিখা বস ॥ দশরথ রাজা শোকে তাজিলা জীবন ॥
 ১২৩ ৥ কথি নাহি এসময় জানারে রাজারে ॥ অশ্বেষণ

কবি লাগু সাধা অহমারে ॥ মলিন বদন জাতি
 বিরধ ভবরে ॥ প্রবেশ করিলা ঘোর অরণ্য ভিতরে ॥
 কোথা রাজপুত্র বলি করেন ক্রন্দন ॥ আমারে ত্যজিয়া
 কোথা করিলে গমন ॥ একদে এসেছি
 নৌহে মুগ্ধারিতনে ॥ হারাইলাম তোমারে অরণ্য
 ভিতরে ॥ প্রমাণ গণিতে তিল অর্দ্ধ প্রদর্শনে ॥
 একদা বেছে মোরে ত্যজিয়া কেমনে ॥ কেমনে
 হারি এগ তোমার বিহনে ॥ ত্যজিয়া এপ্রাণ এই
 গহন কাননে ॥ বলাপি তোমার নাহি পাই অশ্বেষণ ॥
 নিতান্ত ত্যজিব আমি জীবনে জীবন ॥ কিম্বা উচ্চ
 গিরি হৈতে হইয়া পতন ॥ আত্মঘাতি হব আমি
 তোমার কারণ ॥ এতবলি ঘোরবনে করিলা প্রবেশ
 চিত্রসেন রাজপুত্রে করিতে উদ্দেশ ॥ দিবসেতে
 অরণ্যে গহনকানন ॥ পত্রে পত্রে আচ্ছাদিত
 অরুণ কিরণ ॥ সতত করি পিত্ত তনু মলিন বদন ॥
 কোথা রাজপুত্র বলি করেন রোদন ॥ এইলাপ
 চিত্রসেন কানন ভিতরে ॥ ছনমনে বারিধারা কান্দে
 উচ্চৈঃস্বরে ॥ অস্বাভাবে কলমূল করেন ভোজন ॥
 অস্বাভাবে কুকর্ম্মলৈ করেন শয়ন ॥ বনমধ্যে ইতস্তত
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে ॥ কতদূরে গিরি এক পাইলা দে-

ধতে ॥ সেই গিরি শৃঙ্গোপরি কৈলা আরোহণ ॥
 তুর্দিক লোকালয় হবে দরশন ॥ এত বলি শৈল
 শৃঙ্গ উঠিলেন গিয়া ॥ দেখিতে লাগিল চতুর্দিক
 নিরক্ষিয়া ॥ কতদূরে অগ্নি শিখা দেখি প্রজ্জ্বলিত ॥
 চিত্রসেন ভয়ে-মনে হইল ভাবিত ॥ সত্য কিম্বা
 ভ্রম হৈল করিয়া মনন ॥ সেইদিকে পুনঃ পুনঃ করে
 নিরীক্ষণ ॥ মিথ্যানভে সত্য মনে প্রতীত হইল ॥
 গিরিহেতে চিত্রসেন ভুতলে নামিল ॥ দিকনিরপণ
 করি সেইদিকে যান ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে অশ্বেষণ
 বাহিপান ॥ বৃক্ষমূলে বসিলেন আশ্রয় ক্লান্ত হয়ে ॥
 ক্ষুধায় আকুল ব্যাকুলিত চিন্তিত হয়ে ॥ কল অশ্রুবর্ণে
 প্রবেশিল কাননেতে ॥ যোগী এক দেখিলেন বৃক্ষে-
 মূলেতে ॥ ধ্যানমগ্ন হইয়া যোগী আছে যোগাননে
 পুলকে পূর্ণিত হৈল যোগী দরশনে ॥ গলবস্ত্র
 ধরে পদতলেতে পড়িল ॥ মৃদুস্বরে বোড়করে
 কহিতে লাগিল ॥ স্তবেভুষ্ট যোগীবর হইয়া ত-
 নি ॥ ধ্যানভঙ্গ হয়ে কৈল চক্ষু উন্মিলন ॥ চিত্রসেন
 বল বস্ত্র দেখিতে পাইয়া ॥ কৃপা করি কহিলেন বৎ-
 সলমোছিয়া ॥ কিকারণে একাকী আইলে ঘোর-
 নিঃশঙ্করিয়া কহ শুনি সব বিবরণ ॥ আদ্য শব্দ

বিবরণ সম্মানিতকৈ বলি। দাড়াইয়া কহিলেন হরে
 কৃতাঞ্জলিন। তুমিরা সম্মানী কহিছেন-মুদ্রাবরে।
 এমন দুর্বুদ্ধি কেন ঘটিল তোমারে। অগ্নিশিখান্যায়
 সাধা দেখিছ মরনে। ভাবদীপ নামে খ্যাত বিখ্যাত
 কুবনে ॥ আশ্চর্য দেখিয়া তবে যার জেবিবারো
 দুর্গম দুর্গের জন্য যাইতে না পারে ॥ লিংহ ব্যক্ত
 নানা জাতি আছে পথ মধ্য। তে কারণে যাইতে
 নাহিক কার সাধ্য ॥ বহুকাল আছি আমি এই
 কামনেতে। অমেকেয়ে এই পথে দেখিছি যাইতে ॥
 আশ্চর্য দেখিয়া যার করিতে দর্শন। কখন না দেখি
 কার পুয়ুবাগমন ॥ স্বদেশে কিরিয়া যাও লইয়া
 জীবন। প্রাণ হারাইবে মিহা কর্মে কি কারণ ॥
 অতএব তোমারে আমি করিছে বারণ। কড়াচ এ
 পথে তুমি করোনা গমন ॥ যোগীবর বাক্যে চিত্তসেন
 সেনাপতি। করষোড় কহিলেন করিয়া নিমতি ॥
 সময়ে সরিবে মতে অগন্ত সংসারে। অবিনষ্ট কিবা
 বল আছে আশীশ্বরে ॥ পরমায়ু মতে কার সাধ্য
 হিংসকিরে। কাল পূর্ণ হইলেনর অনুরাগে মরে ॥
 একান্ত করিলা মোর খাইতে এইপথে। নিমেষমা
 করিবে আমারে কোনমতে। কোনকপোনা কিরিল

নাথি যোগীন্দর। কহিতে লাগিল। হয়ে ছুঃখিত
 প্তর ॥ শুনবাশু কহি তাম্রদীপ বিবরণ। দেখিতেছ
 প্রজ্জ্বলিত যেন ছত্ৰাষণ ॥ তাম্রদীপ নামে থাকে
 নপূৰ্ব্বনির্মিত। তপনের তাপেনিতা হয় প্রজ্জ্বলিত ॥
 ক্রিয় নাহিক তপা স্রীলোকের রাজ্য। বুকের সমান
 তে অতুল ঐশ্বর্য ॥ পশ্চিমধ্যে মদীএক আছে
 চরিত। পারহওয়া সেই মদী বড়ই দুঃখ ॥ মনু-
 বোর সমাগম নাহিক সেখানে। তরণী বিহনে পার
 হইবে কেমনে ॥ যোগীর যোগেতে শূনি এতেক
 বচন। প্রেমিয়া পদতলে করিয়া গমন ॥ উদ্যোগি
 নাহলে কোন কর্মনাহিহয়। উদ্যোগী পুরুষ ধন্য
 বুঝগণে কয় ॥ অবশ্য যাইব আমি কভুনহে জান।
 এতবলি উঠিল অরিয়া ভগবান ॥ ত্রীনাথে করুণা-
 নরী করুণা করিলা। ভবান্ধবে পার কর পদ তরি
 দিয়া ॥

—*—

চিত্রসেনের তাম্রদীপ গমন।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। চিত্রসেন যেনাপতি, ছুঃখিত
 অন্তর অভি, পদভজে করিছে গমন। ধীরে ধীরে

চলি যান, হয়ে অতি বিরমান, বিদ্যাদিত্য মলিন-
 বদন ॥ ভবকর বন দেখি, ছল ছল করে আঁখি,
 অশ্রুধারা বহে ছনমনে । স্নানে উদয় ভার্য,
 তাপেতে তাপিত কায়, অচেতন হন ক্রমে ক্রমে ॥
 ঈশ্বরে তার অরণ, প্রবেশি গহনবন, ভয়ে ভীত
 কল্পিত হৃদয় । ভূমিক হয়ে অন্তবে, কান্দিছেন
 উচ্চৈঃস্বরে, রক্ষা কর হরি নয়ামরায় । ভক্তাবীন
 রূপাসিক, দীনহীন জনবন্ধু, দয়াময় অনেছি
 পুরাণে । গতিহীন নিরাশ্রয়, দেখি প্রভু পদাশ্রয়,
 বিপাকে কান্দে মরি প্রাণে ॥ তন্নাম অরণ করি,
 ভবসিকু যায় তরি, আপনি কাণ্ডারি হও তার ।
 এদিনে করুণা করি, পদাশ্রয় দিয়া হরি, এঘোর
 বিপদে কর পার ॥ তপনতনয় ভয়, নামগুণে নাহি
 রয়, মহাপাপী বৈকুণ্ঠেতে যার । এদিনে তোমা
 বিনে, গতি নাহি দীনহীনে, রূপা করি রাখ নিজ
 পার ॥ উত্তাপে তাপিত কায়, ব্যাকুলিত পিপা-
 সায়, জল অন্বেষণেতে চলিয়া । অতি রম্য সরো-
 বর, দেখি অতি মনোহর, চিত্রসেন তথা উত্তরিল ।
 করি সেই জলপান, চৌদিকে কিরীয়া চান, স্বাস্থ্যদি
 করিয়া সেই নীরে । পূজকে পূর্ণিত মন, করিছেন

নিরীক্ষণ, বসি সেই সরোবরতীরে ॥ হসে অতি
 হর্ষমতি, চিত্রসেন সেনাপতি, ঘোর শব্দ শুনিতে
 পাইয়া । কিসের এ কলরব, করিছেন অনুভব,
 সরোবর তীরেতে বসিয়া ॥ শ্রীহরি স্মরণ করি,
 উঠিলেন দ্বন্দ্ব করি, চলিলেন শব্দ অন্তসারে ।
 ক্রমেতে করি গমন, ধীরমতি বিচক্ষণ, উত্তরিল
 গিয়া নদী-তীরে ॥ দেখি নদী ভয়ঙ্কর, বিবাদিত
 গুণাকর, বসিলেন নদীকূলে গিয়া । শুনিয়া স্রোতের
 শব্দ, মনেতে হইয়া স্তম্ভ, চিত্রসেন উঠে শিহ-
 রিয়া ॥ বিশেষে আমি একাকী, তরণী নাহিক
 দেখি, কিরূপে হইব ইথে পার । বিষয় হয়ে অন্তরে
 বসি সেই নদী-তীরে, মনে মনে করেন বিচার ॥
 এঘোর ভবমাগরে, পদতরী দিয়া মোরে; কাতর-
 কিস্তরে কল্প পার । তোমার কল্পণা বিনে, নিরু-
 পায় দীনহীনে, কর হুর্গে শ্রীনাথে নিস্তার ॥

পন্ন্যাস । প্রভাতে কুমারে লগ্নে যত দক্ষাগণ ।
 বাহিরে আনিল মুক্ত করিয়া বন্ধন ॥ অশেষ প্রকারে
 শাস্তি দিয়া কুমারে । বন মধ্যে প্রবেশিল গ্রাণ
 নাশিবারে ॥ কালকেতু নামে এক দক্ষার প্রধান ।

কঁরে আসি করি গেলা নাশিবাবু প্রাণ ॥ আর আ
 দম্মাগণ তাহার সহিতে । অকুথারি হয়ে গেল কুমারে
 নাশিতে ॥ দম্মাপতি তীক্ষ্ণ অসি করি উত্তোলন
 কুমারেণে নাশিবাবে করিল মনন ॥ অকস্মাৎ সেই
 অসি ঈশ্বর ইচ্ছায় । খনিয়া পড়িল দম্মাপতি
 মাথায় ॥ আশিধাতে কালকোতু গেল সমালয়
 দেখি সব দম্মাগণ মনে পায় ভয় ॥ অত্যাচার
 সতে আশ্চর্য্য দর্শনে । কুমারেণ প্রভি
 বচনে ॥ কাহার তনয় তুমি কোথা তব ধাম । সব
 করি কহ শুনি কিবা তব নাম ॥ ভয়ে ভীত রাজ
 পুত্র ইহা শুনি । বিনয় পূর্ব্বক কহে মধুর বচন
 চন্দ্রবীণ নামে এক বিখ্যাত নগর । ইন্দ্রসে
 নাম রাজা তাহার ঈশ্বর ॥ তাহার তনয় আমি শু
 দম্মাপতি । সেনাপতি সহ আসি যুগযা কা
 রাজপুত্র যখন দিলেন পরিচয় । শুনি দম্মাপ
 তরে কল্পিত হৃদয় ॥ গর্জিতবচনে কহে রাজা
 মন্দনে । এখনি তোমারে সতে বধিব পরাণে
 লক্ষ যুদ্ধ যদি পার করিতে অর্পণ । এখনি করি
 বিব বহন মোচন ॥ শুনি রাজপুত্র কম দম্মাগ
 প্রতি । ভয়ে ভীতচিহ্ন হয়ে করেন মিনতি ॥ অকু

আছেয়ে এক সঙ্কেতে আমার । তুই লক্ষ যুগ্মা তুল্য
 হইবেক তার ॥ নাথিক অঙ্গুরি ভাই করিয়া গ্রহণ ॥
 রূপা করি কর মোর বন্ধন মোচন ॥ এত শুনি
 দক্ষাগণ অঙ্গুরি লইল । রাজপুত্র প্রতি সভে কহিতে
 লাগিল ॥ শপথ করহ যদি ধর্মসাক্ষি করি । ছাড়িয়া
 দিব ছোঁনারে লইয়া অঙ্গুরি ॥ হোমার এ রাজ্য
 তুমি রাজার নন্দন । সত্য করি কহ সাহি করিবে
 শপথ ॥ ~~শপথ~~ স্থান আমাদের করোনা প্রকাশ ।
 রাজপুত্র বলি মনে হইতেছে ত্রাস ॥ শপথ করিয়া
 কহে রাজার তনয় । ধর্মসাক্ষি থাক সভে হইয়া
 নির্ভয় ॥ এত শুনি দক্ষাগণ রাজার কুমারে । লয়ে
 গেল সঙ্কে করি নিজ অন্তপুরে ॥ মহিষীর হস্তেতে
 করিয়া সমর্পণ । আশা অন্ত কহিলা সকল বিব
 রণ ~~কি~~ ~~বাৎসল্য~~ ভাবেতে লয়ে করাও ভোজন । না
 চেন ইহারে ইনি রাজার নন্দন ॥ দক্ষাধ্যক্ষ রমণী
 পাইয়া পরিচয় । কপের লাভণ্য দেখি হইল বিস্ময় ॥
 আনন্দ অন্তরে লয়ে রাজার কুমারে । ভোজন
 করায় বসি অতি সমাদরে ॥ অপূর্ব শয্যার পারে
 করায় শরন । আপনি বসিয়া করে চামর বাজন ॥
 দক্ষাধ্যক্ষে জিজ্ঞাসিল রাজার কুমার । কোথা ধাম

কিবা নাম বলই তোমার ॥ জিজ্ঞাসা করিবা মাও
 রাজার তনয় । দক্ষাধাক্য জারিত করিল পরিচয় ।
 কীনাথে কর নামসী কক্ষণ করি ॥ ভবান্নবে পারি
 কর পদকরি দিয়া ॥



দক্ষপতির পরিচয় ।

পদার । সুবাহু নামেতে রাজা কর্ণাট ঈশ্বর ।
 প্রকার পালনে রামচন্দ্রের সোশর ॥ অধিকারে
 বাহি ছিল অকাল বরণ । রাজপুণ্যে মহামুখি
 ছিল প্রজাগণ ॥ মহাধনি দেবানন্দ বণিক নামেতে ।
 বলাতি করিত সেই কর্ণাট রাজ্যেতে ॥ কুবের সমান
 ধনে ধর্মপরাধন । বিশ্বকেতু শ্বেতকেতু তাঁহার
 নন্দন ॥ বিশ্বকেতু নাম তাঁর তিনি মম জ্যেষ্ঠ ।
 শ্বেতকেতু মোর নাম তাহার কনিষ্ঠ ॥ বিশ্বকেতু
 বয়ঃপ্রাপ্ত হইল যখন । অকস্মাৎ পিতাকৈলা স্বর্ণ
 আয়োজন ॥ তাঁর হস্তগতো বত হৈল পিতৃধন ।
 কতিপয় শিশু জন্মি ছিলান তখন ॥ বানিয়া ক-

তথা তিনি দেশ দেশান্তরে গাওঁ গাওঁ ভ্রমণে কিছু
 দিন পাহাৰী অশ্বাদি বিবিধ পুত্ৰ করিতে যত্নরূপ
 নিত। যাঁহাবন তিনি কাঁজার পাণ্ডা ॥ সুমতী স্ত্রী
 ঐ ভুপতিৰ দুই কন্যা ॥ নিকটস্থ কন্যা বসিমা হিন্দী
 ভাষাভাষী ॥ শ্রীমতীৰ বহুজাতা ছিল এক ১০
 পাতাল কন্যা কন্যা কন্যা যতী বন্য ১১ সকল শাস্ত্রে
 শিক্ষিত হইল সুকল ১২ অনন্ত কন্যাহিনী কন্যা কন্যা
 বন্য ১৩ কন্যা কন্যা ১৪ পতিব সাক্ষিক বন্য ১৫ নিকটে
 পতিব বন্য ১৬ কন্যা ১৭ ১৮ পূৰ্ণক বন্য ১৯
 হিন্দী ভাষাতে ২০ বিবাহের প্রথা কন্যা হইল কা
 ২১ ২২ কন্যা পবিত্র কন্যা কবিয়া বন্য ২৩ দেশে
 দেশে দূতগণ করিলা গমন ২৪ নিতা হাইত বিশ্ব
 কেতুলাজার ভবনে ২৫ প্রথম হইল রাজ নন্দিনীর
 বনে ২৬ বিশ্বকেতু রূপবান দেখিয়া সুমতী ২৭ অনন্ত
 বাণেতে বিজ্ঞা হইল যুতী ২৮ পাঠাইল বৈদ্যিনীকে
 ঈশ্বিত করিয়া ২৯ বিশ্বকেতুর কি ভাব জানহ হলে
 গিয়া ৩০ কোনমতে বিশ্বকেতু সম্মত না হইল ৩১
 তীর নিকটেতে পুনঃ চলি গেল ৩২ শুনিয়া সুমতী
 মনে বিচার করিল ৩৩ অন্য কারো প্রেমে বদ্ধ নিশ্চিত

হইল ॥ মনে মনে শশীমুখী বিষ্ময় হইল। কি লা
 গিয়া বিশ্বকেতু বৈমুখ হইল ॥ অবশ্য সঁপেছে আ
 কোন কামিনীরে । তে কারণে মোর প্রতি নাহি চা
 লিলে । বিশ্বকেতু বিনা রাজী হইয়া চঞ্চলা । অ
 রেতে নিরন্তর দহিতে লাগিল ॥ বিচ্ছেদে বিদি
 তনু শীর্ণ কলেবর । কামানলে দহি চিত্র ব্যাকুল অন্ত
 বিশ্বকেতু কপ দেবে শয়নে স্থপনে । আশ্চর্য্য অব
 শেষ কিণ দিনে দিনে ॥ অদৈর্ঘ্য হইল। আগে দৈর্ঘ্য
 নাহি নানে । ভ্রমণ করিতে রাণী গেলা পুষ্পো
 দ্যানে ॥ বিরহে ব্যাকুল। অতি হইয়া চঞ্চলা । বিশ্ব
 কেতু বিরহেতে কান্দিতে লাগিল ॥ হত ভাগা মম
 সম নাহিক জগতে । দহি হইতেছে আগ বিরহা
 নলেতে ॥ অলি পিয়ে মকরন্দ কমলিনী কোলে
 নধুপানে মত্ত হয়ে আনন্দেতে দোলে ॥ রাজার ন
 ন্দিনী আমি রাজার গৃহিণী । বিরহানলেতে দহি দি
 বস রত্নিনী ॥

পরায় । নানামতে রাজরাণী বিলাপ করিয়া
 বসিলেন ধরাভূলে মূরমান হৈয়া ॥ হেন কালে কে
 কিল করিল কুহুধনি । গর্জিত বচনে তারে কহিছে

ধনী ॥ স্তানান্তরে প্রস্থান করহ পিকনর । তীর দম
 কাণে বিক্ষে হোমাব ও স্বর ॥ এইরূপে তিরস্কর
 করি কোকিলেরে । উড়রিল গিয়া পুষ্পোদ্যানের
 ভিতরে ॥ নানাজাতি নলিকা মালতী জাতি জুতি ।
 কুম্ভ সেফানিকা জবা গোলাপ সে ওতি ॥ প্রফুল-
 টিত হইরাছে নানাজাতি ফুল । দেখিয়া চঞ্চলা রাণী
 হইলা ব্যাকুল ॥ নানাজাতি কুমুমে দেখিয়া প্রফুল-
 টিতা । কহিতে লাগিল ক্রোধে রাজার বনিতা ॥
 বিরহিনী দেখ মোরে প্রফুল হইয়া । বাস করি-
 তেছ মোবে একাকী পাইয়া ॥ বিরহে বিব্রোলা
 হয়ে রাজার গৃহিণী । উন্মাদিনী প্রায় ভ্রমিতেছে
 একাকিনী ॥ বিশ্বকেহু বিরহেতে রাজার মহিলা ।
 মনোপ্তে দগ্ধ চিত্র কান্দিতে লাগিল ॥ কখন বা
 ভ্রুমিতলে করেন শয়ন । কখন বা চতুর্দিক করেন
 ভ্রমণ ॥ হেনকালে অন্তাচলে গেল দিনমণি । কমল
 মুদিত হৈল হইয়া মলিনী ॥ বিরহে ব্যাকুল চিত্র
 হয়ে রাজরাণী । রোদন করেন পুষ্পোদ্যানে একা-
 কিনী ॥ একেশ্বর বিশ্বকেহু অতি ধীরে ধীরে । যা
 ইতে ছিলেন রাজ নন্দিনী মন্দিরে ॥ গগণে উদয়
 শোল কলা পূর্ণ শশী । চিনিতে পারিলা তারে

রাজার মহিষী ॥ পশ্চাতে পশ্চাতে রাণী করি
 গমন । কোথা যার বিশ্বকেতু করি নিরীক্ষণ ॥ নন্দি
 নী মন্দিরে যখন করিল গমন । ক্রোধে কম্পান্বিত
 তনু লোহিত লোচন ॥ রাগান্বিতা হয়ে যান অ
 ক্রতগতি । অন্তপুর মধ্যে যথা বসি নরপতি
 বেগবতী নরপতি রাণীরে দেখিয়া । শীঘ্রগতি উঠি
 লেন অতি ব্যস্ত শৈশৱা । জিজ্ঞাসা করিলা রাণ
 কহ বিবরণ । এত রাগান্বিতা প্রিয়া কিসের কারণ
 রাণী কহে মহারাজ কি কহিব আর । দেখে
 মরনে নন্দিনীর ব্যবহার ॥ এতবলি নৃপতি
 হস্তেতে ধরিয়া । নন্দিনী মন্দিরে গেল রাজার
 লইয়া । দেখি ক্রোধে মহিপাল যেন হুতাসন
 কোতায়াল বলি ডাক পাড়ে ঘনে ঘন ॥ ত্র
 হয়ে কোতায়াল আসিয়া তখন । করযোড়ে প্র
 মিল রাজার চরণ ॥ ইঙ্গিতে বলিল রাজা কোতে
 দাল প্রতি । বিশ্বকেতু বন্ধন করহ শীঘ্রগতি ॥ র
 জার আদেশে কোতায়াল ততক্ষণ । অমনি তাহাট
 গিয়া করিল বন্ধন । শুমতী দেখিয়া বিশ্বকেতুর ব
 দ্বন্দ । নৃপতির প্রতি কহে বিনয় বচন ॥ নিবেদ
 করি এক শুনহ রাজন । কি হবে বধিলে এই বণি

নন্দন ॥ অলঙ্কার করিছে দূর কলঙ্ক হইয়াছে নাহি দৃঢ়াটাবে ॥ মধ্যে মনোহর কন্যা
অন্য নাহি আর ॥ এতদ্বারা বাঁচিয়াছে অসংখ্য কন্যা
হার ॥ পরশ্রাম হইয়াছে কন্যা কিনা হইয়াছে ॥ অসংখ্য
বুঝে দেখে দেখে ভোমসন আমায় ॥ অসংখ্য কন্যা
বড় হয়েছো নন্দিনী ॥ বিবাহ নিষেধ ॥ এতদ্বারা
বাণী ॥ কি কান হইবে বধ করিলে ॥ অসংখ্য কন্যা
হইবে লজ্জা ॥ অসংখ্য কন্যা ॥ অসংখ্য কন্যা
হির কন্য ॥ আপনি ভূপতি অতি শিষ্ট ॥ অসংখ্য
পরম সুন্দর এই রূপ মনোহর ॥ যেমন সুন্দর কন্যা
কন্যা যোগ্য বর ॥ এমন সুপাত্র মাত্র হই করিয়াছে
নতুবা কন্যার যোগ্য বর মিলিয়াছে ॥ সত্য ত্রেতা
দ্বাপর কলি যুগ যুগান্তরে ॥ এ রূপ হয়েছো কত
ভূপতির ঘরে ॥ উদ্যাবতী কন্যা বাণ রাজার নন্দিনী
সৌদামিনী জিনি রূপ অনন্ত মোহিনী ॥ শ্রীকৃষ্ণ
পৌত্র কামদেবের তনয় ॥ অনিরুদ্ধ উদ্যাবতী কন্যা
হরি লয় ॥ ভারতে বিদিত আছে বাসো ॥ এন ॥
এইরূপে হয়েছিল সুভদ্রা হরণ ॥ রাণীর বচনে রাজা
মনে নিচারিল ॥ নিঃশব্দ হইয়া ধরাসনেতে বসিল ॥
বিচার করিয়া রাজা আপনার মনে ॥ কি হবে বধি-

লে এই বণিক নন্দনে ॥ কোতোয়াল প্রতি আজ্ঞা
 করিল রাজন । করি দেহ বিন্ধকেতু বন্ধন মোচন ॥
 রাজার আদেশে কোতোয়াল ছরাকরি । তখন দি-
 লেক তার বন্ধ মুক্তি কবি ॥ সঙ্গে করিল গমন
 চলিল আপনি । আপন নন্দিরে উপনীত সহ রাণী
 বাণীরে চাহিয়া কহিছেন নরপতি । কি কর্তব্য
 এক্ষণে করহ বুকতী ॥ শুনিয়া রাজার বাকা কহি-
 ছেন রাণী । কন্যা পরিণয় দেহ শুন নৃপমণি ॥ গো-
 পনে ইহারে কন্যা করেছে বরণ । ইহার এ পতি
 সত্য শুনহ রাজন ॥ গুরু পুরোহিতে আন করি
 আশাহন । নিমন্ত্রণ করি আন যতেক ব্রাহ্মণ ॥ মহি-
 যীর নাকো রাজা সঙ্গত হইয়া । তখন আনিলা
 মন্ত্রীবরে ডাকাইয়া ॥ রাজার পাইয়া আশাহন
 বিচক্ষণ । বাস্তব হয়ে রাজবাটী করিল গমন ॥ গনবস্ত্র
 হয়ে প্রণমিল ভূপতিরে । নিজ পতির নরপতি য-
 সান মন্ত্রিরে ॥ কন্যার বিবাহ অন্য দিন শুভক্ষণ
 নীত্ৰগতি তাহার করহ আয়োজন ॥ রাজার আদেশ
 পাইয়া মন্ত্রী বিচক্ষণ । পুরোহিতে তখন করিল
 আশাহন ॥ সংবাদ পাইবা মাত্র রাজ পুরোহিত ।
 রাজার সত্য গিয়া হৈলা উপনীত ॥ সিংহাসন

যি রাজা করি গজোথান । বসাইলেন সমাদরে
 রিঙ্গা লক্ষ্মান ॥ সপ্তদিকে প্রণাম করিরা মনপতি ।
 হিহেম করখোঁজে করিরা মিনতি ॥ অদ্য মম ক-
 ণার হইবে পরিণয় । অনুমতি আপনি করুন মহা-
 য় ॥ এত শুনি পুরোহিত রাজার বচন । স্থির করি-
 গন শুভ লগ্ন শুভক্ষণ ॥ লগ্ন অনুসারে দিল কন্যার
 ধবাহ । শুভ লগ্নে শুভক্ষণে করিলা নিকাহ ॥ কো-
 কে যৌতুক দিল। যতেক রমণী । আনন্দে পুণিক
 ন হৈল রাজরাণী ॥ দম্পতিকে আশীর্বাদ করি
 কলেতে । শুভকল ধ্বনি করে রাজ ভবনেতে ॥
 তা করে নৃত্যকী বিবিধ অঙ্গ ভঙ্গে । মৃদঙ্গাদি
 নি। বজ্র বাজাইয়া রঙ্গে ॥ গায়কে করিছে গান সু-
 ধুর ভাষন । হররাগে গুণি রাগিণী আলাপনে ॥
 গাহ এ রূপ হৈল রাজার ভবনে । পুরবাসীগণে
 তি হরহরমমে ॥ এইরূপে বিশ্বকেশু আনন্দ ম-
 নতে । কিছুকাল রহিলেন রাজ ভবনেতে ॥ ধর্মিক
 নানিহা সাজি তাকি আমাতারে । সমার্পণ কৈলা
 রাজার সম্মানে ॥ অভিষেক কৈলা সুদানি । শুক
 রোহিত । বিশ্বকেশু হৈল রাজা কনাট রাজ্যোভে
 াল পুত্র হৈল রাজা কিছু দিন পর । চল গেল

স্বর্গ পুরে তাজি কলেনবর ॥ অতুল ঐশ্বর্য রাজ্যে
 হয়ে অধিশ্বর নিয়মিত রাজকাৰ্য্য করে নিবন্তর
 বিধাতা বৈমুখ মোরে কার দোষ দিব । আপু কণ্ঠ
 অনুসারে আপনি ভোগিব ॥ এক দিন নরপতি ব-
 সিয়া সভায় । চতুর্দিকে বেষ্টিত হইয়া বৃধচয় ॥ কহি
 ছেন মোর প্রতি গর্কিত বচনে । সভায় বসিয়া তুমি
 কিসের কারণে ॥ এ সভার যোগা তুমি নহ কদা-
 চিত । তোমার এখানে বসি অতি অনুচিত ॥ জ্যো-
 ত্তের মুখেতে শুনি গর্কিত বচন । রহিলাম নত্ব হয়ে
 মলিন বদন ॥ পুনঃ পুনঃ তিরস্কার কৈলা বিধিমন্তে
 আজ্ঞা দিলা সভাইহতে বাহির করিতে ॥ সভামধ্যে
 এই কপ অপমান হইয়া । চিন্তা করিলাম মনে বা-
 হিরে আসিয়া ॥ আত্মমাতা হই আর কাম-নাহি
 আছে । নিশ্চিন্ত করিলাম আপনার মনে মনে ।
 শ্রীচরিত্র শ্রবণ করি করিলাম গমন : অশ্রুপূর্ণ ছন-
 য়নে মলিন বদন । সমস্ত দিবস গেল আইল রজনী
 ভয়ে ভীত চিত্ত হয়ে বসিলাম অবনী । অনশন আন
 লেতে দম কলেনবর । কি করিব কোণা যাব আবি-
 নিবন্তর । নিরুপায় দেখি স্থির করিয়া মনেতে ।
 উঠিলাম গিয়া এক বৃক্ষ উপরেতে ॥ সিংহ বাঘ

নাশ্রুতি দেখি ভয়ঙ্কর। গজ্জ ন করিয়া বনে
 মে নিরন্তর ॥ কোলাহল ধ্বনি এক টেঁহল আচ-
 রিতে। কম্পাশ্বিত কলেবর রহিলাম রুদ্ধেতে ॥
 পনীত টেঁহল আসি সেই কাননেতে। অশ্রা-
 বাহি অস্ত্রপারী দেখিতে দেখিতে ॥ যেই রক্ষ
 রে আমি হিলাম বসিয়া। উত্তরিল সকলেতে ত
 াসিয়া ॥ অশ্রু বান্ধি জনে বসি ভুতলেতে।
 স্ত্রণ করিছে ধন বিভাগ করিতে ॥ নিশ্চয় মনেতে
 হর টেঁহল দক্ষাগণ। উহাদের পশ্চাতেতে করিব
 যন ॥ নাশ্রিলাম স্ত্রণ করি সেই রক্ষ টেঁহতে। চলি
 ম দক্ষাগণ পশ্চাতে ॥ হেনকালে বিভাবরি টেঁহল
 বসান। অস্ত্রাচলে সুধাকর করিল প্রস্থান ॥ প-
 ণ্ডিতে আমারে দেখি যত দক্ষাগণ। কহিতে লাগিল
 বে তজ্জ ন গজ্জ ন ॥ কে তুমি এখানে আইলে কি
 র কারণ ॥ সত্য করি কহণুনি সব বিবরণ ॥ মিথ্যা
 দি কহ তবে প্রাণে বিনাশিব। স্বরূপ বচন বল
 বে ছাড়ি দিব ॥ দক্ষাগণ বাক্যে ক্ষুদি কম্পরে স-
 ৷। আদ্য অন্ত কহিলাম সব বিবরণ ॥ কান্দিতে
 ান্দিতে পড়িলাব পদতলে। কর যোড়ে কহিলাম
 দ্ব দিয়া গলে ॥ বিনয় বাক্যেতে সবে কৃপাবান

ঠৈবা ! আম'রে চলিলা সবে সঙ্কেতে করিয়া ॥
 দস্যধক্ষ নিজ বাসে মো'রে লয়ে গেলা । সুমাদরে
 বসিতে আনন আনি দিল ॥ হতৈছিল ক্ষুশানলে
 শরীর ল'হন । খাল্য ভবা আনি দিল করিতে ভো-
 জন ॥ ভোজন করিয়া বুখে করিয়া শয়ন । নিকটে
 নদিল আনি বত দমুগণ ॥ কহিতে লাগিলা সবে
 ম'নি মো'র পানে । গুপ্ত স্থান আশ্রয় দেখিলে ন
 যনে ॥ সপথ করিয়া কহ নাহি প্রকাশিবে । এখানে
 থাকিবে কিহা কোথা যাইবে ॥ কহিলাম শুনি
 দমুগণের বচন । স্থানান্তরে কদাচ না কবিব
 গমন । যে আজ্ঞা করবে তাহা তখনি করব ।
 প্রাণ দান করিয়াছ নাহি পাসরিব ॥ যে অবধি
 রহিয়াছি আনি এই স্থানে । আগু পরিচয়
 দিলাম তোমা বিদ্যমান ॥ এতেক শুনিয়া
 দমুগণের বচন । নিঃশব্দে রহিলা তবে রাজার ন
 মদন ॥ তথা ঠৈতে রাজপুত্র করিল গমন । চিত্রসেন
 জন্য কাতি বিনাদিত মন ॥ প্রবেশ করিলা গিয়া
 গহন কানন । কোথা চিত্রসেন বলি করেন রোদন ॥
 জীনাথে করুণা নহি করুণা করিয়া । ভবাণবে কর
 পা'র পদতরী দিয়া ॥

পরিবার। এখানেতে চিত্রসেন হয়ে অনামন।
 দীতীরে ভাখাস্তরে করেন রোদন ॥ বিবাদিত মন
 তিকুম্বরের তরে। অবিরত অশ্রুধারা ছনমনে
 রে ॥ অকস্মাৎ তরি এক নিকটে আইল। দেখি
 চিত্রসেন মনে আনন্দিত হৈল ॥ দূরে হৈতে নারি
 করে করি সন্ধান। কাতরে কহেন তারে বিনয়
 চন ॥ কৃপা করি যদি মে রে করি দেহ পার। কা-
 লে হয়েছি দেগে অকুল পাখাব ॥ কাতর দেখিরা
 হে নাবিক তখন। এ ঘোষ অরণ্যে আইলো দি-
 সব কারণ। চিত্রসেন সেনাপতি নাবিক বচনে।
 বস্তাবিয়া কহিলেন সজল নয়নে ॥ রাজপুত্র সহ
 শাইলাম যুগয়া করিতে। যুগ অশ্বেষণে এই ঘোর
 যরণোতে ॥ দিবা অবসান হৈল নিশি ঘোরতর। ভয়
 আইয়া উঠিলাম রক্ষের উপর ॥ অকস্মাৎ সেই স্থানে
 স্মা এক দল। উত্তরিলা আসি তথা করি কোলাহল
 য শাখা ধরিয়াছিল। রাজার নন্দন। সেই শাখা
 র্জ্য হয়ে পড়িল তখন ॥ বান্দি লয়ে গেল তারা
 সঙ্কেতে করিয়া। অশ্বেষণ করি ভ্রমি কুমার নাগিয়া
 বয়া উপজিল চিত্রসেন বিনয়েতে। সমাদর করি
 বসাইল তরণীতে ॥ নাবিক দিলেক নীল নদী পার

করি। পুলকে পূর্ণিত হৈল দেখিয়া নগরী। জিনাথে
করণামনি করণা করিয়া। ভবান্নবে কর পার পদ-
তরী দিয়া।

—*—

চিত্রসেনের ভাবদীপে গমন।

দেখিয়া নগর শোভা, দেবতার মনোলোভা,
আশ্চর্য্য করেন দরশন। জটালিকা মণিগয়, দেখি
মনে ভ্রম হয়, হবে বুঝি অমর ভবন ॥ নানা রত্নে
শুশোভিত, দেখি চিত্র পুলোকিত, মনে মনে হইলা
অস্থির। করিছেন ঘন ঘন, চতুর্দিকে নিরীক্ষণ,
বিচক্ষণ শুদ্ধমতি ধীর ॥ অপকপ পুরী দেখি, অনি-
মিথ হয়ে আঁখি, চতুর্দিক করেন নিরীক্ষণ। জাত্র-
তকি দেখি স্বপ্ন, স্বপ্নভিন্ন নহে অন্য, চিত্রসেন বিচ-
লিত মন ॥ অতি রম্য মনোহর, দেখি এক সরোবর
দাণ্ডাইয়া রহিলেন তীরে। সদা উল্লাসিত মনে, রাজ
হংস হংসীবনে, কেলি করিতেছে সেই নীরে ॥ চতু-
স্পার্শে পুষ্পোদ্যান, নন্দন বন সমান, নানাজাতি
ফুটিয়াছে কুল। মধুলোভে মধুকর, করিয়া গুণ
গুণ বর, গুঞ্জরিছে হইয়া ব্যাকুল ॥ নাথি সেই

সরোবরে, উল্লাসিত অন্তরে, করিলেন সেই জন
 পান । মমে অতি কষ্ট হয়ে, উঠিলা উপরে গিরে,
 বসিলেন অতি মৃদুমান ॥ হেনকালে আসি তথা,
 নারীগণ উপস্থিতা, পুষ্পোদ্যানে করিতে বিহার ।
 নবীনা সব কামিনী, জিনিকপ সৌদামিনী, দেখি
 চিত্রসেন চমৎকার ॥ মৃত্যুমুখ ভেদি ধীরে, আসি
 সরোবর তীরে, পুষ্পোদ্যানে সকলে বসিলা ।
 জিনি কামদেব রতি, মনোরমা কপসতী, কটাক্ষেতে
 জগত মোহিলা ॥ সঙ্গিনী রঞ্জিণী সঙ্গে, নিবিধ বাক্য
 প্রসঙ্গে, রস রঞ্জে মগন হইয়া । চিত্রসেন যথা বসি,
 সে দিগে এক কপসী, অকস্মাৎ দেখিলা চাহিয়া ॥
 হয়ে হরষিত মন, করিছেন নিরীক্ষণ, প্রকুল্লিত
 হইয়া অন্তরে । যেন উন্মাদিনী প্রায়, ঘন সেই দিগে
 চায়, নিকন্তর বাক্য নাহি স্মরে ॥ সঙ্গিনী সব ললনা,
 দেখি তারে অন্যান্যনা, সকলেতে বিস্ময় হইয়া ।
 কি লাগিয়া অন্যমন, কহ শুনি বিবরণ, সবিশেষ
 বিস্তার করিয়া ॥ সঙ্গিনী বচন শুনি, কাতর হইয়া
 ধনী, অঙ্গুলি হেলায়ে দেখাইলা । দেখি কপ
 নমোহির, কদে বিচ্ছে পঞ্চশর, নারীগণ অস্থির

হইল। চিত্রসেন সম্মুখেতে, উত্তরিয়া সকলেতে,
 সুমধুর মুহূর্ত্তেরে কর। কে তুমি থাকহ কোথা, কি
 কারণে এলে হেথা, বিশেষিয়া দেহ পরিচয় ॥ নারী-
 গণ বচনেতে, চিত্রসেন কাতরেতে, পরিচয় লাগিল।
 কহিতে। হয়ে তুখান্নিত মন, আদ্যন্ত বিবরণ,
 বিস্তারিয়া সব বিনয়েতে ॥ দয়াময়ী করি দয়া,
 শ্রীনাথেরে পদছায়া, দেহগো মা করুণা করিয়া।
 পড়ে অকুল পাথারে, তোমা'বিনা ডাকি করে,
 পার কর পদতরি দিয়া ॥



চিত্রসেনের হেমলতার সহিত সাক্ষাৎ ।

পয়ার। চিত্রসেন বাক্য শুনি যত নারীগণ।
 কহিতে লাগিল। তারে মধুর বচন ॥ কেমনে এঘোর
 নদী পার হয়ে আইলে। মনুষ্য নাহিক তথা তরি
 কোথা পাইলে ॥ নারীগণ বাক্য শুনি বিনয়েতে
 কর। ঈশ্বর ইচ্ছায় কোন কৰ্ম নাহি হয়। এক্ষণে
 ওতেছে বড় বাসনা মনেতে। তোমাদের বিবরণ
 শ্রবণে শুনিতে ॥ চিত্রসেন বচনেতে যত নারীগণ।
 কহিতে লাগিল। তবে আত্ম বিবরণ ॥ পুরুষ নাহিক

হুখা এই মারী রাজ্য। শুনি চিত্রসেন মনে হইল।
 আশ্চর্য্য ॥ এতবলি নারীগণ সঙ্গে করি লয়া।
 ঘাপন তবনে রাখে যতন করিয়া ॥ এইকপে কিছু
 দিন আনন্দিত মনে। চিত্রসেন রহিলেন কামিনী
 ভবনে ॥ একদিন উচাটন হইয়া মনেতে। কামিনী-
 র বলি নান নগর দেখিতে ॥ মনেহর পুরী সব
 দেখিয়া নয়নে। পুলকে পূর্ণিত চিত্র চিত্রসেন মনে ॥
 এইকপে নগরেতে করেন ভ্রমণ। দেখি নারীগণ
 সব বিশ্বর বদন ॥ পুরুষ কেমন করি আইল এখানে
 নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসয়ে জনে জনে ॥ এইকপে
 জনরব হইয়া নগরে। জানাইলা গিয়া হেমলতার
 গাচরে ॥ আশ্চর্য্য শুনিয়া হেমলতা হরষিত। সভায়
 মানিতে আজ্ঞা করিলা স্থরিত ॥ আজ্ঞামাত্র নারীগণ
 রাগিত হৈয়া। চিত্রসেন সম্মুখেতে উত্তরিল।
 ॥ কর যোড় করি সবে লাগিলা কহিতে।
 রাজকন্যা আজ্ঞা তোমা লইয়া যাইতে ॥ চল রাজ
 নিকটে মহাশয়। শীঘ্রগতি যাইতে হবে
 ॥ না সর ॥ নারীগণ মুখে শুনি এতক বচন।
 ॥ রে ধীরে চিত্রসেন করিলা গমন ॥ রাজকন্যা নিক
 ॥ হৈলা উপস্থিত। চিত্রসেন দেখি হৈলা পুলকে

পূর্ণিত ॥ অন্তরে হইয়া বিজ্ঞা মদনের শরে । বাহি-
 রেতে নানামত তিরস্কার করে ॥ কে তুমি কোথায়
 রাজ কাহার নন্দন । এখানে আইলে বল কিসের
 কারণ ॥ পুরুষ নাহিক রাজ্যে দেখ সব মারী । কদাচ
 পুরুষে নাহি স্থান দান করি ॥ এদেশে আইলে বল
 কার উপদেশে । প্রবেশিলা নগরেতে বল কি
 সাহসে ॥ পুরুষের সমাদর নাহিক এদেশে । কি
 কারণে আইলে বল কাহার উদ্দেশে ॥ রোগ শোক
 নাহি হেথা নাহি কোন ক্লেশ । নাহিক চাতুরি মিথ্যা
 নাহি পাপ লেশ ॥ ভৎসনা শুনিয়া রহে হয়ে নত
 শির । ঝর ঝর নয়নেতে বহে অশ্রুনির ॥ বাক্যহলে
 কৌশলেতে হইয়া কৌতুকী । চিত্রসেনে পুনঃবার
 কহে শশিমুখী ॥ সমাদর করি দিলা বসিতে আসন ।
 বিনয়ে কহিছে ধনী মধুর বচন ॥ কি কারণে আইলে
 বল আমার রাজ্যেতে । অতিপ্রাণ ব্যাক্ত কর আমার
 সাক্ষাতে ॥ নদী অতি বেগবতী অকুল পাথার ।
 মল্লয নাহিক তথা কিসে টেহলে পার ॥ বিস্তারিয়া
 কহিলেন রাজ নন্দিনীয়ে । শুনি ধনী চমকিতা হইলা
 অন্তরে ॥ কখন পুরুষ নাহি দেখি এ রাজ্যেতে ।
 সংজামাত্র শুনিয়াহি কিরল কর্ণেতে ॥ কৃপা করি

যদি মোরে হইলে সদয় । কিছু দিন অবস্থান কর
 মমালয় । অতুল ঐশ্বর্য রাজ্যে শুখে ভোগ কর ।
 হাইবার প্রয়োজন নাহি স্থানান্তর ॥ যে আজ্ঞা
 করিলে তাহা তখনি করিব । দাসী হয়ে দিবানিশি
 চরণ সেবিব ॥ এসব বিভব নাথ সকলি তোমার ।
 অনাথা নাহিক উথে দচন আমার ॥ রাজকন্যা
 থাকো চিত্রসেন সেনাপতি । মুদুস্বরে কহিলেন
 নম্র ভাষিত ॥ রমণীর শ্রেষ্ঠ কুমি নহত সামান্য ।
 কত পুণ্যকলে হইয়াছ রাজকন্যা ॥ আমারে বরিবে
 তুমি করেছ মনন । পুন হৈল মম পূর্ব জন্মে
 দামন ॥ এতক বচন ধ্বনি শুনিয়া অবগে । যথা
 যোগ্য দামহনে দিল চিত্রসেনে ॥ দিবাকর অস্ত
 হেলা আইলা যামিনী । পুলকে পূর্ণিত চিত্র হই
 সেন ধ্বনি ॥ অপূর্ব শয্যায় গিয়া করিল শয়ন ।
 সচ্চরিত্র করে চামর বাজন ॥ নিজ স্থানে সুখ্যকর
 করিল প্রস্থান । নিশি অবসানেতে করিয়া পাত্রে-
 গান ॥ নিত্য কৰ্ম্ম সমর্পিয়া সভাতে বসিল । চিত্র-
 সেনে সভাতে আনিতে আদেশিল ॥ আজ্ঞামাত্র
 চিত্রসেন হরান্বিত হৈয়া । রাজকন্যা নিকটেতে
 টঙরিয়া গিয়া ॥ উপনীত হৈল হেমলতার সভায় ।

সন্তুমে আসনদিয়া বসাইলা তায় ॥ নানামত কথোপ-
 কথন দুই জনে । পুলকিতা হেমলতা রস আলা-
 পনে ॥ রাজকন্যা বচনেতে হৈয়া আনন্দিত । কহিতে
 লাগিলা চিত্রে অতি হরষিত ॥ শুনহ সুন্দরী এক
 আমার মিনতি । সদয় হইলে রূপা করি আমা
 শ্রুতি ॥ শুনিতে বাসনা বড় আছে ময় মনে । এ
 রাজ্যে পুরুষ নাহি কিসের কারণে ॥ চিত্রসেন বচ-
 নেতে কৈল হাসিয়া । পূর্বের বৃত্তান্ত কহিছেন বি-
 স্তারিয়া ॥ শ্রীনাথে করুণাময়ী করুণা করিয়া । পার
 কর ভবান্নবে পদতরি দিয়া ॥



হেমলতা স্ত্রী বাক্যের বিবরণ কহিতেছেন ॥

সালবান নামে এ রাজ্যের অধিস্বর । অতুল ঐ-
 শ্বর্য্য ধনে কুবের দোসর ॥ সান্তদাস্ত বুদ্ধিবন্ত ধর্ম্ম
 পরায়ণ । পুত্রসম পালন করিতেন প্রজাগণ ॥
 পুত্র নাহি ছিল আমি কন্যা মাত্র তাঁর । প্রিয় পাত্র
 বড় আমি ছিলাম রাজার ॥ হেমলতা নাম মম রা-
 খিলা রাজন । তনিকটে মম স্থিতি ছিল সর্ব্বক্ষণ ॥

এক দিন নরপতি মৃগয়া কারণে ॥ ঘোর বনে প্রবে-
 শিলা মৃগ অশ্বেষণে ॥ সুবর্ণের বর্ণ মৃগ দেখি নর-
 পতি । অন্তরেতে প্রফুল্লিত হইলেন অতি ॥ দ্রুতগতি
 হৈল মৃগ সন্ধ্যা দেখিয়া । পশ্চাতে চলিলা রাজা
 ধনুঃশর লৈয়া ॥ মৃগ লক্ষ করি শব ছাড়িলা রাজন ।
 আঘাতীত হয়ে প্রবেশিলা ঘোর বন । মৃগ পিছে
 ক্ষণকাল চলিলা রাজন । নিবিড় কাননে মৃগ হয়
 অদর্শন ॥ কিয়দূর পশ্চাত হইয়া দ্রুত গতি । মৃগ
 অশ্বেষণেতে চলিলা নরপতি ॥ অতিবেগে মৃগ প্রবে-
 শিলা ঘোর বন । কোন মতে না হইল মৃগ অশ্বেষণ
 হেনকালে অন্তাচলে গেল দিনকর । উপনীত বিভা-
 বরি অতি ভয়ঙ্কর ॥ রজনী হইল দেখি বিস্ময় রা-
 জন । ক্রমেতে ত্রাসিত চিন্তা মলিন বদন ॥ চিন্তাশ্রিত
 নরপতি দেখিয়া সর্ব্বরী । চিন্তা করিলেন মনে উপার
 কি করি ॥ এত তাবি বৃক্ষোপরে কৈলা আরোহণ ।
 ভয়ে ভীত চিত্ত অতি কম্পরে সঘন ॥ এইরূপে বৃক্ষ
 পরে বসিলা রাজন । দৈব যোগে আশ্চর্য্য করেন
 দরশন ॥ বায়ুবেগে শূন্য হৈতে অতি দ্রুতগতি ।
 উত্তরিলা আসি তথা পুরুষ প্রকৃতি ॥ অপকৃপ কৃপ
 দেখি মোহিত রাজন । দেবতা নিশ্চয় বোধ হইল

তখন ॥ বায়ুভরে নারে নরে করিতে গমন । দেবতা
 নহিলে সাধা কাশার এমন ॥ নিঃশব্দে বৃক্ষের পর
 রহিল ভূপতি । উড়রিল তথা আনি পুরুষ প্রকৃতি
 নানামতে স্ত্রী পুরুষে করেন বিহার । পূর্ণানন্দে পূর
 কিত চিত্ত দোহাকার ॥ এইরূপ বৃক্ষ হইতে দেখি
 নরবর । গলবস্ত্র ভূতনেতে নাশিল সঙ্কর ॥ করযোড়
 হয়ে লাঙাউলা সমুখেতে । মৃত্যুঘরে কহিতে লা
 গিল বিনয়েতে ॥ অদ্য মম শুভ্রভাত হইলান ধনা
 পূর্ব জন্মে করিয়াছিলাম কত পুণ্য ॥ সেই পুণ্য
 বৃক্ষ আজি আমার কলিল । দেবতা দর্শন আমার
 সেতে হইল ॥ অনুঘা দেখিয়া কোণে কহেন বটম
 কে তুমি আইলা হেথা কিসের কারণ ॥ গলবস্ত্রে
 আদোহস্ত সকলি কহিল । শুনিয়া কোষিত বটে
 অভিশাপ দিল ॥ দেবতা বিহার তুমি নয়নে দেখি
 লে । বার্যাসহ নারী হও পুরুষ সকলে ॥ অভিশাপ
 শুনি রাজা কান্দিতে লাগিল । তৎক্ষণতে নর
 প্রকৃতি হইল ॥ স্ত্রী রূপা হইয়া রাজা করেন রো
 দন । ছনয়নে বহে ধারা বিষাদিত মন ॥ কি কো
 মেতে অভিশাপ দিলেন আমায় । কোন অপরাধ
 আমি কৈল তব পায় ॥ বিশ্বমাতা বিশ্বকর্তী কি

প্রসবিনী । ঐকিতে সৃজন লব্ধ করহ জননী । জলচর
 ভূচর খেচর আদি যত । এ তিন ভুবনে মাতা তো-
 মার সৃজিত ॥ ত্রীক্ষা বিষ্ণু মহেশ্বর তুমি শক্তিদাত্রী
 সকলেরে প্রসবিল। তুমি জগদ্ধাত্রী । সত্য গুণে
 ত্রীক্ষা রূপে করিয়া সৃজন । রজ গুণে বিষ্ণু রূপে ক-
 রিচ্ছ পালন ॥ তমোগুণে মহেশ্বর রূপেতে আপনি ।
 মহাহার করিবে মাতা সর্বনা কপিনী ॥ বেদেতে না-
 তিক সীমা তোমার মহিমা । আমি দীন হীন দুষ্টি
 কি জানি বর্ণনা ॥ জগত্ সংসার মাতা তোমার উ-
 দরে । তব শক্তি বিনা কার সাধ্য শক্তি ধরে ॥ দয়া
 উপজিলা হরে কাতর দেখিয়া । রূপা করি কহিতে
 লাগিলা প্রয়োথিয়া ॥ মম বাক্য অন্যথা না হবে
 কোন মতে । পুরুষ হইবে নারী তোমার রাজ্যেতে
 নিশ্চিত বচন আমি কহিছু তোমারে । শাপ মুক্ত
 হবে সব কিছু দিন পরে ॥ রাজপুত্র এক সেনাপতির
 সহিতে । দৌড়ে যবে আসিবেন তোমার রাজ্যেতে ॥
 অন্যথা নাহিক ইথে শুনহ রাজন । আপনার রাজ্যে
 তুমি করহ গমন ॥ অন্তর্ধান হয়ে চলি গেল দুই
 জন । ভূপতি প্রকৃতি হয়ে চলিলা তখন ॥ স্ব রাজ্যে
 দেখিয়া সব স্ত্রী লোক নরনে । কান্দিতে লাগিলা

রাজা বিবাদিত মন ॥ আমারে ডাকিয়া রাজা বলি
 বচন । ত্রীলোক হইয়া বুঝা জীবন ধারণ ॥
 গণবতী তুমি আমার নন্দিনী ; সমাধি তোমায়ে
 করিহু রাজধানী ॥ পালন করহ প্রজা নিয়মানুসারে
 একগে চলিহু আমি কানন ভিতরে ॥ ত্রীকপা হইয়া
 রাজা প্রবেশিলা বনে । সমাধি করিয়া বসিলেন
 যোগাসনে ॥ সে অবধি আমি এই রাজ্যের ভিতরে
 রাজকাৰ্য্য করিতেছি সাধ্য অনুসারে ॥ বুঝিলা
 কাল পূর্ণ হইল এখন । তেজারগে তোমার চরণে
 আগমন ॥ কিছু দিন এখানেতে থাক মহাশয়
 বিদায় করিব তোমায় কহিহু নিশ্চয় ॥ কিছুকাল
 সুখ ভোগ কর এ রাজ্যেতে । আপনি কুমার হেথ
 আনিবেন পশ্চাতে ॥ এত বলি বিদায় করিয়া চিত্র
 সেনে । হেমলতা চলি গেলা প্রফুল্লিত মনে ।
 গেল দিবাকর হইল যামিনী । চন্দ্রোদয়ে ও
 হইল কুমুদিনী ॥ অন্তঃপুরে রাজকন্যা জানি
 মন । অপূৰ্ণ শয্যা করিয়া করিলা শয়ন ॥ শ্রীনা
 ককণাময়ী ককণা করিয়া । ভাষণবে পার কর
 তরী দিয়া ॥

চিত্রসেনের বিবাহ

যার। পরদিন হেমলতা উঠিয়া প্রভাতে। স্নানস্নান
করি গিয়া বসিলা সভাতে ॥ উপস্থিতা হৈলা আসি
সহচরীগণ। সৈলিনী আসিয়া করে চামর ব্যঞ্জন ॥
কমলারীগণ নারীগণেরে ডাকিয়া। কহিছেন মৃদু-
ধরে মদন চাহিয়া ॥ শীঘ্রগতি কর সব দ্রব্য আয়ো-
জন। বিবাহেতে যে সকল দ্রব্য প্রয়োজন ॥ রাজ-
কন্যা আদেশেতে যত নারীগণ। সমস্ত প্রস্তুত হবে
কর ততক্ষণ ॥ আদেশিলা চিত্রসেনে আনিতে সভায়
কাজ্যাত্র সহচরীগণ সব যায় ॥ যথা চিত্রসেন বসি
আনন্দিত হৈয়া। করযোড়ে নারীগণ উত্তরিল গিয়া ॥
স্নান করিয়া কহিতেছে বিনয়েতে। শীঘ্র যেন
মঙ্গলস্বর রাণীর সভাতে ॥ নারীগণ বচনেতে উঠি
শীঘ্রগতি। ধীরে ধীরে চলিলেন মৃদু মন্দ গতি ॥
সভানন্দে চিত্রসেন প্রবেশ করিলা। সমাদরে সিংহা-
সনে বসিকাজ্য দিলা ॥ নারীগণে হেমলতা কৈলা
অনুমতি। চিত্রসেনে অভিষেক কর শীঘ্রগতি ॥
আজ্যাত্র অভিষেক করিলা তখন। চিত্রসেন হৈলা
রাজা আনন্দিত মন ॥ শুভক্ষণে শুভলগ্নে বিবাহ

করিল। আনন্দ সাগরে দৌঁছে ভাসিতে লাগি
কৌতুকে রমণীগণ বসিয়া বাসরে। নানামতে
রঞ্জে গান বাদ্য করে ॥ ছয় রাগ হত্রিশ রা
আলাপিয়া। মৃদঙ্গ মন্দিরা নানা যন্ত্র মিশাই
পুলকে পূর্ণিত দৌঁছে করিলা ভোজন। অপূৰ্ণ
গিয়া করিলা শয়ন ॥ নানামতে রস রঞ্জে ভঞ্
জন। প্রেমামন্দে দৌঁছে কৈলা নিশি জাগরণ ॥ ৪
মলে সুধাকর করিলা গমন। তিমির বিনাশি
উদয় তপন ॥ নিত্যকর্ম সমাৰ্ণন করি দুইজ
খভার বসিলা গিয়া আনন্দিত মনে ॥ রাজ
স্বরায় করিয়া সম্পাদান। অস্তঃপুরে দৌঁছে
করিলা ভোজন ॥ ভোজনান্তে শয়ন করিলা দুই
চামর বাজন করে সহচরীগণে ॥ পূৰ্ণ নিশি
রেতে ছিলেন জাগিয়া। দুইজনে নিদ্রা বান
তন হৈয়া ॥ নিদ্রাতর হইয়া দিবস অবসানে।
স্নান করিতে দৌঁছে গেল পুষ্পোদ্যান ॥ বন্দ্য
বহিছে সমীরণ। স্পর্শমাত্রে স্নিগ্ধ পাত্র পুলোকা
নাভাজাতি পুষ্প হইয়াছে প্রস্ফুটিত। পুষ্পো
চতুর্দিক গন্ধে আনন্দিত ॥ পিকবর কুহবর
তমালেতে। আনন্দ সন্নিভে দৌঁছে লসিল। ভা

এক যুবতী অতি হরিশ অন্তরে । নানামতে কেলি
 আপ কামনেতে করে ॥ এইরূপে বিহার করিয়া ছুই
 জনে । গুপ্তোজ্জ্বল দৈতে সুখে আসি নিভেমনে ॥
 নানামতে সুখ ভোগ করে অবিরত । একপা আনন্দে
 জেল কিছুকাল গর ॥ দৈবযোগে গর্ভবতী হইলেন
 সৌ । আনন্দে সখা দৈত । বহুতক রমণী ॥ বেদ
 বিধি কৰ্ম্ম ক্রমে করে নমোপন । দশ মাস শুভফলে
 পূর্ণ হইলেন ॥ নানামতে দান করে অকাতরে দন ।
 কামনা করিল দান করি নিচরন ॥ গণনা করিয়া ছয়
 মাস অন্ন দিল । শুভফলে কলুকেতু নাম তার
 দিল ॥ দিনকর নামে বৃদ্ধি হয় দিনে দিনে । পুত্র
 দুপ দেখি সুখী হন ছুই জনে ॥ এই রূপে কিছুদিন
 পুত্র লইয়া । সুখে রাজ্য ভোগ করে আনন্দিত
 হইয়া ॥ এক দিন চিত্রসেন অপূৰ্ণ শয্যায় । হেমলতা
 সহ সুখে ছিলেন নিদ্রায় ॥ চন্দ্র কুমারেণে স্বপ্ন
 দেখি আচম্বিতে । নিদ্রাভঙ্গে চিত্রসেন লাগিল
 কাশিতে ॥ অতুল ঐশ্বর্য পেয়ে রয়েছে ভুলিয়া ।
 রাজপুত্র চন্দ্রকুমারেণে পাসরিয়া ॥ রোদন শুনিয়া
 রাণী হইলা চেতন । চেতন হইয়া জিজ্ঞাসেন বিব-

রণে ক্রন্দন করিছ নাথ কিসের কারণ । কি লাগি
 দল দেখি করিছ রোদন ॥ কিসের অভাব তব আ-
 শ্রয়মণি । যে থাকে করিবে সত্য কবিব এগাঁ
 পুনঃ রাণী জিজ্ঞাসেন চিত্রসেনে । বাক্য নাহি
 ধার্য বহে ছনয়েন ॥ ক্ষণেক বিলম্ব করি নৈরাশ্র
 মুহুর্তে কহিলেন আমি বচন ॥ যবে আমি এ
 লাম তোমার সভাতে । নিস্তারিয়া কহিয়াছি
 নার সাক্ষাতে ॥ চলু কুমারেতে আজি দেখেছি
 গুনে । আমি লাগি ভ্রমণ করিছে বনে বনে ॥ অ-
 ক্ষণে আর তোমারে পাইয়া । প্রাণের সমান
 রয়েছি ভুলিয়া ॥ আমি লাগি বনে বনে করিছে
 গণ । পাসরি রয়েছি আমি পেয়ে রাজ্যধন ॥
 এব রাজকুমারের অন্তেষণে । বিধুদুখী বিদায়
 সভায়া বদনে ॥ এতেক শুনিয়া চিত্রসেনের ব-
 পুরু শাপ বিবরণ হইল শ্রবণ ॥ কহিতে লা-
 রাণী করিয়া রোদন । আমারে আজিবে নাথ
 সের কারণ ॥ ছাড়িয়া আমারে ভূমি যাইবে
 যায় । শুনিয়া নিষ্ঠুর বাক্য প্রাণ বাহিরায় ॥ এ-
 নজাপি কান্দ করিবে গমন । আমি সঙ্গে যা-
 হাড়িব কদাচন ॥ তোমা বিনা কেমনে ধরিব

২০। বদ্যপি ত্যজিয়া যাও ত্যজিব পবাণ ॥ চিত্র-
 সেন নানানত প্রলোভ বাক্যেতে । সাধু না করিয়া
 হইলেন নাসামতে ॥ কুমারের অশ্রমে- নাকী
 হইল । সবে করি কুমারেরে এখানে পাঠিত ॥
 হে মা, তোর সাপ করিব মোচন । যেন হই
 জাতি উজ্জ্বলনের নন্দন ॥ চলিলাম তোমার নিকটে
 রাখি প্রাণ । শূন্য দেহ সঙ্গে আমি করিবে যবান ॥
 সতক শুনিয়া রাণী কহিছেন বাণী । তোমার বি-
 দানে চলিলাম একাকিনী ॥ চাহকিনী সেমন নীরদে
 বিরক্ষিত । জীবন পারণ করে জীবন আশয়ে ॥
 পিদায় হইলা করি শ্রীহরি শ্রবণ । নদীতীরে চিত্র-
 সেন করিলা গমন ॥ নিকটেই তাঁক কহিলেন
 নাবিকেরে । শীঘ্রগতি নদী পারে করি দেহ মোবে ॥
 দ্রুত করি তরী ভরা অাইল তখন । চিত্রসেন তরী
 পারে ঠেকা আরোহণ ॥ নাবিকেরে বলিলেন নধুর
 স্রুতনে । বৎসরের মধ্যে আমি আসিব এখানে ॥
 নিত্য ভুমি নদী পারে করিবে গমন । যে অবধি
 নাহি করি পুনরাগমন ॥ বহুবধ পুরস্কার করিব
 তোমারে । যে আত্মা বলিয়া নাবিক উঠিলা সত্বরে ॥
 নদী পার করিয়া দিলেক চিত্রসেনে । কুলে উত্ত-

রিয়া প্রবেশিলা ঘোর বনে ॥ ত্রিনাথে বক্রগামরী
বক্রগা করিলা, তবধৰ্মে পারি কর পদতরী দিয়া ॥



চন্দ্র কুমার দেব সহিত উর্ষশীর মিলন ।

পায়ার । এখেনেতে রাজপুত্র বিষাদিত মনে । ক্রন্দন
করেন চিত্রসেনের বিহনে ॥ কাননে প্রবেশি উদ্ভ্রঙ্ক-
নার একাকী । কম্পান্বিত কলেবর ঘোর বন দেখি ।
বীরে পদব্রজে করেন গমন । কোথা চিত্রসেন বসি
সঘনে রোদন ॥ ক্ষুধায় আকুল ব্যাকুলিত চিত্র
হৈয়া । কল অহেষণ করে চৌদিগে চাহিয়া ।
যোগী এক বৃক্ষমূলে কৈলা দরশন । পুলকে পূর্ণিত
চিত্র আনন্দিত মন ॥ তেজস্বী তপস্বি কার্শ্ব উদিত
রণে । মস্তকেতে জটাতার বিভূতি ভূষণ ॥ গলবস্ত্র
হৈয়া সম্মুখেতে দাড়াইলা । নানামতে স্তব স্তুতি
করিতে লাগিলা ॥ স্তবে ভুষ্ট যোগীবর হইলা তখন
অণেক বিলম্বে কৈলা চক্ষু উন্মীলন ॥ গলবস্ত্র কৃতা-
ঞ্জলি দেখিয়া কুমারে । জিজ্ঞাসা করেন তারে অতি
সমাদরে ॥ বয়স নবীন সর্ব সুসঙ্গ দেখি । এছোর
কাননে কেন আইলে একাকী ॥ কোথা হৈতে আ-

উলে তুমি যাউনে কোথায় । কিনা অভ্যর্থন কর বল
 আমায় ॥ রাজার মন্দন কহে করে যোড় পাণি ।
 দক্ষাতরে মৃত্যুরে আপন কাহিনী ॥ চন্দ্রদীপ নামে
 ১৮ বিখ্যাত নগর । ইন্দ্রসেন মম পিতা তাহার
 ঈশ্বর ॥ চিত্রসেন সেনাপতি লইয়া সঙ্গেতে । মুগ্ধ
 কারণে আইলান অরণ্যেতে ॥ নিশিতে বন্ধের পরে
 ছিলাম ভুজ্ঞন । ভয়ে ভীত চিত্ত নিশি করি জ্ঞানবন ॥
 আচমিতে উপনীত হৈল দম্ভানন্দ । অরণ্য ভিতরে
 করি মহা কোলাহল ॥ শাখা ভগ্ন হয়ে আমি গড়িল
 তথায় । দম্ভানন্দ নাকি গায়ে চলিল আমায় ॥ সঙ্গে
 করি আপন ভবনে লয়ে গেল । যাদিক অঙ্গুরী পায়
 মোরে ছাড়ি দিল ॥ তথা হতে আইলাম এই ঘোর
 বন । ভাগ্য ক্রমে পাইলাম তব দরশন ॥ দক্ষতা
 নিধান কৃপা করি আমাপ্রতি । বল কোথা আছে
 চিত্রসেন সেনাপতি ॥ আপনি সর্বজ্ঞ অতি গৌরব
 মান । অবিস্মিত কিবা আছে তব বিদ্যমান ॥ কুমা-
 রের এত শুনি মিনতি বচন । কহিতে লাগিল তারে
 ধীর বটন । ভ্রমণ করিছ তুমি তাহার কারণে ।
 তাহা বিনা সেও ভ্রমিতেছে বনে বনে ॥ শীঘ্র
 তাহা সহ তার হইবে মিলন । উত্তরাভিমুখে তুমি

করহ গমন ॥ যোগী বাক্য শুনি হৈলা আনন্দিত
মন । করে স্বর্গ পায় যেন রাজ্যের ভন্দন ॥ প্রণাম
করিয়া যোগী পদ কমলেতে । আচ্ছাবর্তী হইলেন
উত্তর মুখেতে ॥ দিনকর কিংগণেতে দক্ষ কল্বেবর ।
স্বুধায় আকুল তনু কল্লে নিরন্তর ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
সেই কানন ভিতর । সরোবর দেখিলেন অতি মনো-
হর ॥ নানাকল কলেতে চৌদিগ সুশোভিত । দেখি
রাজপক্ষীতে হৈলা হরষিত ॥ স্বরান্বিত হয়ে সেই
সরোবর তীরে । উত্তরিলা গিয়া অতি হরিষ অন্তরে
পদবার নিভা কক্ষ করি সমাপন । সরোবর তীরে
পুনঃ করিল গমন ॥ বিবিধ প্রকার ফল করিয়া
ভোজন । সরোবর জলপানে হৈলা তৃপ্ত মন ॥
কণেক বিশ্রাম করি উঠি তথা হৈতে । ধীরে ধীরে
চালিলেন উত্তরমুখেতে ॥ হেনকালে অস্তাচলে গেল
দিনমণি । ঘোর অন্ধকারময় হইল রজনী ॥ ভরে
ভীত চিত্ত হয়ে রাজার ভন্দন । গহন কানন মধ্যে
করেন গমন ॥ অনাহারে ব্যাকুল হইয়া অন্তরেতে ।
ব্রহ্মোপরে উঠিলেন কান্দিতে কান্দিতে ॥ ঘোর অন্ধ
কার নিশি করি নিরীক্ষণ । মনে মনে ঈশ্বরেরে ক
রেন স্মরণ ॥ হেনকালে আশ্চর্য্য করেন দর্শন । বাহ

চরে কন্যা এক করিছে গমন ॥ অপকৃপা কৃপা বামা
 নরমা কপালী । গগণে উদয় যেন হইয়াছে শশী ॥
 নাহি হয় দৃষ্টি নিশি ঘোর অন্ধকার । রূপে ভালো
 'ন দেখি চমৎকার ॥ এক চোটে চাহি রহে
 রাজার নন্দন । এতি অপকৃপা কৃপা না দেখি কখন ॥
 শূন্যমার্গে শূন্যমার্গে যাইতে আইতে । রক্ষোপরে
 কুমারেরে পাইল দেখিতে ॥ আশিলে আসি সমু-
 দ্রিতে উত্তরিল । মুক্তস্বরকুমারেরে কহিতে লাগিল
 কে তুমি একাকী আশিয়াছ কাননেহে । সত্য পরি-
 রে দেহ আমার সাক্ষাতে ॥ সত্যে কল্পিত তনু
 রাজার নন্দন । করযোড়ে কহিলেন মধুর বচন ॥
 গুনহ রূপসি আমি রাজার নন্দন । তোমারে দেখিয়া
 মনে হইতেছে ভয় । শূন্যমার্গে যাইতেছিলে তুমি
 একাকিনী । কি কারণে এ কাননে আইলে বল শুনি
 রাজপুত্র বচনেতে ঐষদ হাসিয়া । কহিতে লাগিল
 চারে ভয়াৰ্ত্ত দেখিয়া ॥ কি কারণে এত ভয় রাজার
 নন্দন । কল্পান্বিত কলেবর দেখি কি কারণ ॥ স্বগ-
 ণের নৃত্যকী উৰ্বশী মন নাম । সত্য করি কহিলান
 ঐন গুণধাম ॥ শূন্যমার্গে বায়ু ভরে আমি একাকিনী
 প্রফুল্লিতা অন্তরেতে দিবস রজনী ॥ দেখিয়া তোমার

অতি কণ মনোহর । পঞ্চদশে অঙ্গির হইল কলেবর
 তে কারণে সম্মুখেতে আইলু তোমার । তোমাতে
 বরিব মনে বাসনা আমার ॥ উর্ধ্বশীর কথা শুনি রা-
 জার নন্দন । রূপের লাভণ্য দেখি নিঃশব্দ ॥
 বাক্য নাহি সরে রহিলেন মৌন হয় ॥ অনিমিত্ত
 মনেতে রহিল চাহিয়া ॥ বচন শুনহ মোর রা-
 জার তনয় । রূপা করি যদি চল আমার আলখ ॥
 মনেতে প্রফুল্ল শুনি উর্ধ্বশী নচন । আইতে স্বীকার
 কৈল রাজার নন্দন ॥ উর্ধ্বশী রাজার পুত্রে লয়ে
 কোণ্ডে করি । সূন্যসাগে চলিলা পবনে ভর করি ॥
 বিজ্ঞাচল পর্বতেতে উত্তরিল গিয়া । আনন্দ সাগরে
 মগ্না কুমারে লইয়া ॥ স্বর্ণময়ী পুরী মধ্যে প্রবেশ
 করিল । অপূর্ব পালকে গিয়া দৌহায় বসিল ॥ নানা
 রস রঙ্গ ভঞ্জে ছুই জন । রাজনী বঞ্চিলা হয়ে
 আনন্দিত মন ॥ ত্রীনাথে বরুণাময়ী করুণা করিয়া ।
 স্বর্ণবর্ণের পার কর পদ তরী দিয়া ॥

রাজ কুমারের উর্ধ্বশীল সঙ্গীত কথোপকথন ।

বাণিনী হইল গন্ত উদয় তপন । ক্ষমতা প্রকৃত
 নন্দ অরুণ কিরণ ॥ শব্দা হৈতে গাজ্রোথান করি
 ছুই জন । নিরনেতে মিহ্যকর্ম্য কৈলা সনাপন ॥
 মেজল করিয়া দৌঁছে ধরন করিলা । নিদ্রাভঙ্গ
 হয়ে ছুই জনেতে উঠিল ॥ বিহার করিলে পুষ্পো-
 দ্যানে করি মনে । আনন্দ ভাবয়ে উত্তবিল ছুই
 জনে ॥ চারিদিকে নানান পুষ্প সুশোভন । হেরি
 জ্ঞান হয় যেন নন্দন কানন ॥ নানা আভি মল্লিকা
 মালতী মাতী যুতী । গন্ধদ্বন্দ্ব কর মত গোলাপ
 সেউতি ॥ বিবিধ প্রকার নানা ফুটিয়াছে ফুল ।
 সৌরভে মোহিত বিশ্ব জনে আলিকুল ॥ মন্দ মন্দ
 মলয়া হতেছে সমীরণ । গানে স্পর্শ মাত্রে হয়
 বিচলিত মন ॥ পুষ্পোদ্যানে বৃক্ষ মূলে বসি ছুই
 জন । প্রকৃত অন্তর নানা কথোপকথন ॥ উর্ধ্বশী
 লিছে রাজ কুমারের প্রতি । সকাত্তরে কর যোড়ে
 করিয়া মিনতি ॥ সত্য করি কহ দেখি রাজার
 কুমার । এখানে থাকিবে কিম্বা যাবে স্থানান্তর ॥

উর্কশীর বচনে ত রাজার নন্দন । কহিতে লাগিল।
 হরে সহস্রা বচন ॥ গরব কপদে তুমি বর্গ বিদ্যা-
 ধরী । আগারে বর্গে তুমি অন্তগ্রহ করি ॥ ভো-
 মায়ে ছাড়িয়া আমি বাইব কোথায় । এই কি মুন্দরী
 তব মনে স্থান হয় । এ ঘোর কান্দনে তুমি
 বাঁচাইলে প্রাণ । মনে মনে সকা করি তব গুণ গান ॥
 যে অবধি এ দেহেতে থাকিবে জীবন । সে অবধি
 এষ্ট কথা রহিল স্মরণ ॥ ইন্দ্রের নর্তকী তুমি নর
 লোক আনি । অন্তগ্রহ করিয়া করিলে মোরে স্বামী
 এই কপে বিহার করিয়া ছুটি জনে । তবনে চলিয়া
 গেল অনন্মিত মনে ॥ হেনকালে অস্তাচলে গেল
 দিনকর । গগনে উদয় আসি হৈল সুধাকর ॥ ভো-
 জন করিয়া দৌহে করিল শয়ন । সহচরীগণ করে
 গামর ব্যাজন । রাজ পুত্র পাইয়া কন্যা পরজ-
 ন্দরী । চিত্রসেন অশ্বেষণ রহিল পাশরি ॥ শ্রীনাথ
 করুণাময়ী করুণা করিয়া । ভবান্নবে পার কর পদ
 তরী দিয়া ॥

সেনাপতি ও রাজ কুমারের
পুনর্নির্জন।

তথা চিত্রসেন মনে ব্যাকুল হইয়া। কাননে
ভ্রমণে সदा আকুল হইয়া ॥ কোথা রাজপুত্র আমি
তোমার কারণে। একাকী ভ্রমণ করিতেছি ননে
বনে ॥ আমারে ত্যজিয়া তুমি রহিলে কোথায়।
কোথা বিনা এ কাননে মরি প্রাণ যায় ॥ নৌহে
আইলাম বনে মৃগয়া কারণে। আমারে ত্যজিয়া
তুমি রবেছ কেমনে ॥ তোমারে ছাড়িয়া দেশে
দাইব কি কপে। কি বলিয়া প্রবোধিব ইন্দ্রসেন
ভূপে ॥ মদ্যপি তোমার নাহি পাই দরশন। নি-
হান্ত জীবনে আমি ত্যজিব জীবন ॥ এই কপে চিত্র-
সেন রোদন করিয়া। কাননে ভ্রমণ সदा কুমারী
লাগিয়া ॥ নানা বন উপবন করিয়া ভ্রমণ। বিদ্যাচল
পর্বতেতে করিলা গমন ॥ অন্তরেতে রাজপুত্র
বিরহ জনল। দাহন করিছে রুদি হইয়া প্রবল।
দেখিয়া পর্বত শোভা অতি মনোহর। বসিলেন
ইকমূলে বিষাদ অন্তর ॥ কণেক বিগ্রাম করি উঠি
তথা হৈতে। ধীরে ধীরে চলিলেন উত্তরমুখেতে ॥

সম্মুখে দেখিয়া এক পুঁি মনোহর । প্রবেশ করিলা
 সেই পুরির ভিতর ॥ দাসদাসী কর্মচারি দেখি বহু-
 জন । মনে বিচারিলা কোন রাজার ভবন ॥
 কর্মচারিগণেরে জিজ্ঞাসে মুহূর্ত্তেরে । কাহার ভবন
 নত্যা করি কহমোরে ॥ চিত্রসেন বচনেতে কর্মচারি-
 গণ । জিজ্ঞাসিল কোথা হৈতে তব আগমন ॥
 কিকারণে এখানে আইলে মহাশয় । পশ্চাৎ কহিব
 আগে দেহ পরিচয় ॥ নন্দ্যোর সমাগম নাহিক
 এখানে । এঘোর দুর্গমে তুমি আইলে কেমনে ।
 কোথায় থাকহ তুমি কোথা তব ধাম । কোনজাতি
 হও তুমি কিবা হবনাম ॥ এতেক শুনিয়া চিত্রসেন
 সেনাপতি । পরিচয় কহিলেন করিয়া মিনতি ।
 রাজপুত্র সহ আসি যুগয়া কারণে । দৌহেতে বি-
 হুদ হৈল দৈব নির্বন্ধনে ॥ না পাইয়া অশ্রুমাণ
 রাজার নন্দনে । সে অবধি আমি একা ভ্রমি বনে
 বনে ॥ তিনদিন অনশনে মরি প্রাণ যায় । অতিষি
 করহ যদি হইয়া সদয় ॥ চিত্রসেন বচনেতে দয়া
 উপজিল । বসিবারে আসন আনিয়া তারে দিল ॥
 অল্পপূবে রাজপুত্র উর্বশীর সনে । কোতুকে
 আনন্দিত গণে ॥ কর্মচারিগণ সবে

সন্ধান জানায় । অতিথি এসেছে এক শুন মহাশয় ।
 তেজ শূনি রাজপুত্র কামিয়া বাহিরে । চিনিতে পা-
 দিলো আসি দেখি অতিথিরে ॥ নয়ন ভঙ্গিতে ঠেকলো
 ইচ্ছিত হৃদয় । পরিচয় আমার না দিবে কদাচন ॥
 চিত্রসেন সেনাপতি অতি বিচক্ষণ । ইচ্ছিত বুঝিলো
 কিছু করেন বোদন ॥ ছলে রাজপুত্র জিজ্ঞাসেন
 অতিথিরে । কি কারণে আসিতেছ নরনের নীরে ॥
 কি জন্য এতক দুঃখ কহ মহাশয় । কি দুঃখে বা-
 ন কর দেখ পরিচয় ॥ বর কর অশ্রুধারা বহে নয়-
 নহে । রাজপুত্রে কহিলেন বিনয় বাক্যেতে ॥
 প্রসন্ন করিতে আসি রাজপুত্র সনে । দৈবযোগে
 হীরে হারাইল ঘোর বনে ॥ প্রাণ সম বন্ধ কান-
 তে হারাইয়া । সে অরণি আমি আমি কান্দিয়া
 কান্দিয়া ॥ অতিথির ক্রন্দনেতে রাজার নন্দা
 হলে কহিলেন বাক্য সজল নয়ন ॥ দেখিয়া তোম
 দুঃখ শুন মহাশয় । ভূতশনে দগ্ধ মম হতেছে ক
 ক্রন্দন সম্বর কর ধৈর্য্যাবলম্বন । অচিরে পাইবে
 তুমি রাজার নন্দন ॥ কিছু দিন এখানেতে কর অব-
 স্থিতি । সদত বাসনা সেবা করিতে অতিথি

কুমারে দেখিয়া চিত্রসেন আনন্দিত । ক্ষুধা তৃষ্ণা
 দুই গেল পুলকে পূর্ণিত ॥ বাস্তব হয়ে রাজপুত্র লয়ে
 অতিথিরে । ভোজন করান তারে অতি সমাদরে ॥
 দিনা শয়্যা আনি দিও করিতে শয়ন । শয়ন করিলা
 হয়ে প্রসন্নমনে ॥ সন্মিলন রাজপুত্র চিত্রসেন
 পাশে । মৃদুহরে ধীরে ধীরে কুশল জিজ্ঞাসে ॥ এত
 দিন কোথা ছিলে বনে কি প্রকারে । দেখা হৈল
 তোমা সহ বহু দিন পরে ॥ চিত্রসেন আদ্যন্ত সব
 বিস্তারিয়া । হেননতা সঙ্গে বিভা বিশেষ করিয়া ॥
 শুনিয়া কুমার মনে হৈল আনন্দিত । কহিতে লা-
 গিলা হয়ে পুলকে পূর্ণিত ॥ উর্কশী শুনিলে না ছা-
 ড়িবে কদাচিত । গোপনে যাইব দৌড়ে কহিবু নি-
 শ্চিত ॥ সকল কহিল আপনার বিবরণ । যে প্রকারে
 উর্কশীর সহিত মিলন ॥ এত বলি দুইজনে সজল
 নয়ন । দৌড়াকার ছুপে দৌড়ে করেন রোদন ॥
 চিত্রসেন কহিলেন রাজার নন্দনে । বল দেখি হেথা
 হৈতে যাইবে কেননে ॥ কদাচ উর্কশী তোমা ছা-
 ড়িয়া না দিবে । কি উপায়ে বল দেখি কেমনে যা-
 ইবে ॥ রাজার নন্দন কহিছেন বিনয়েতে । হেথ
 হৈতে যাইতে হবে অতি গোপনেতে ॥ সাবধা

হাব ফের প্রকাশ না হয় । অতিথি ভাবেতে তুমি
 থাকহ হেথায় ॥ এত বলি রাজপুত্র করিলা গমন ।
 চিত্রমেন আনন্দেতে করিলা শরন ॥ এইকণে তিন
 দিন রহিল তথায় । যাইবার কোনমতে না পান
 উপায় ॥ এক দিন উর্জশী কহিলা কুমারেরে । অন্য
 আমি যাইব অনর্যবতী পুরে ॥ সাবধান হয়ে এই
 ভবনে রহিবে ॥ যে আজ্ঞা করিলে তাহা তপনি
 পাইবে ॥ রাজকুমারের কাছে লইয়া বিদায় । উ
 র্জশী চলিয়া গেল উম্মের দিকায় । এখানেতে পরা
 মর্শ করি ছই জনে । বিদ্যা গিরি হৈতে গিরি প্রবে-
 শে কাননে ॥ নানা বন উপবন যান ছাড়াইয়া ।
 মহানন্দে ছই জনে পুলকিত হৈয়া ॥ কিছুদিন পরে
 নদীতীরে উত্তরিলো । নদী পার হেতু মনে ভাবিতে
 লাগিলো ॥ পূর্ব কথা অনুসারে নাবিক আইল । নদী
 তীরে ছই জনে দেখিতে পাইল ॥ যোড় কর করি
 দাণ্ডাইল সম্মুখেতে । নাবিকেরে কহিলেন নৌকায়
 যাইতে ॥ নাবিক নৌকায় গিয়া কৈল আরোহণ ।
 তরিপরে আরোহণ কৈলো ছই জন ॥ নদী পার হয়ে
 হৈলো আনন্দিত মন । তাম্রদ্বীপে ছই জনে করেন

গমন ॥ জীনাথে করুণাময়ী করুণা করিয়া । ভবান্নবে
পার কর পদ তরী দিয়া ॥



তান্ত্রদ্বীপে পুনর্গমন ও সালসান রা-
জার শাপ মোচন ।

পয়ার । চিত্রসেন আর ইন্দ্রসেনের নন্দন । দুই
জনে তান্ত্রদ্বীপে করিলা গমন ॥ নগরে প্রবেশমাত্র
করিলা দৌড়াতে । স্ত্রী পুরুষ বিভাগ হইল পূর্বমতে
বিষাদিতা হেমলতা ছিলেন বাসিয়া । প্রফুল্লিতা হৈল
মনে অশ্রুয়া দেখিয়া ॥ নিশ্চয় বুঝিলা চিত্রসেনের
আগমন । আসিয়াছে নাথ সহ রাজার নন্দন ।
কোনা হল ধনি হৈল রাজ-ভবনেতে । আশ্রয় দিলা
মন্ত্রী প্রতি দৌহারে আনিতে ॥ পাইয়া রাণীর আশ্রয়
মন্ত্রী বিচক্ষণ । অগ্রসর হৈলা লয়ে সভাসদগণ ।
অন্তঃপুরে করে সবে সুমঙ্গল ধনি । আনন্দ সাগরে
মগ্না হইলেন রাণী ॥ সভাসদ সহ মন্ত্রী অগ্রসর হৈল
রাজ ভবনেতে আইলা দৌহারে লইয়া ॥ অন্তঃপুরে
ছুজনারে লইয়া তখন । অতি সমাদরে দিলা বসি-
আসন । কর যোড়ে হেমলতা করে প্রণিপাত

মধুর বচনে কহে শুন প্রাণনাথ ॥ রাজপুত্র অস্বেনগে
 গেলে যে অবধি । আশা পথ নিরক্ষিষে আছি সে
 জর্জরি ॥ অদ্য সম সুপ্রভাত হইল রজন্য । রাজ
 পুত্র নহ হেথা আটলে আপনি । পিতৃ রাজ্য শাসনে
 মুক্ত হইল এতদিনে । হোমাদেব দৌহত্যার শত
 অঙ্গমনে ॥ এইমতে নানাসম্মতে স্তব কৃতি করে ।
 তুষ্ট তুষ্ট দুইজন আনন্দ আনুরে ॥ বিবিধ দিখিল
 বহু অন্যথা না হয় । উপলক্ষ বক্ষ মাত্র কালে পূর্ণ
 হয় ॥ এইমতে নানা সম্মতে কথোপবগম । আপনি
 করেন রাণী চামর বজ্রন ॥ হেমলতা জিজ্ঞাসা কারিল
 চিত্রসেনে । কাণী অস্বয়গ পাটিলে রাজ্যের নন্দনে
 বিস্তারিয়া আদ্যন্ত সকল কহিলা । শুনি রাণী
 আনন্দ সাগরে মগ্না হইলা ॥ নানা সম্মতে খাদ্য দ্রব্য
 করি আয়োজন । দৌহারে আপনি রাণী করান মো
 জন ॥ তে জনান্তে দুই জনে পালঙ্কে বসিলা । মুগ
 শুক্লি যোগদ্ধ তামূল আনি দিলা ॥ অহানন্দে দুই
 জনে করেন শয়ন । হেমলতা করে দৌহে চামর
 বাজল ॥ পথ প্রান্ত কাননেতে নিশি আগরণ । পাল
 ক্ষেতে নিদ্রা যান হয়ে অচেতন ॥ নিদ্রা ভঞ্জে উঠি
 লেন দিবা অবসানে । ভ্রমণ করিতে দৌহে গেলা

পুষ্পোদ্যানে ॥ দুজনার কর দোঁহে করিয়া বারন ।
 ভ্রমণ করেন প্রতি হরষিত মন । চিত্রসেনে কহিলেন
 রাজার নন্দন । রাজ্য ছাড়ি বহুদিন লাইল দুজন ॥
 নাহি জানি পিতা মাতা আছেন কেমনে । অতএব
 ভাবনা বড় হইতেছে মনে ॥ দেশেতে যাইতে মনে
 হতেছে বাসনা । ভ্রমণ করিয়া যাব বল সুমন্ত্রণা ॥
 চিত্রসেন কুমারের শুনিয়া বচন । কহিতে লাগিল
 হয়ে হরষিত মন ॥ আশা করিয়া বল ভূমি রাজার
 কন্যারে । দেশেতে যাইব পিতামাতা দেখিবারে ।
 হৃদয় বিদরে দেখিবারে পিতা মাতা । শুনিয়া বি
 কথা বলে দেখ হেমলতা ॥ এত বলি পুষ্পোদ্যান
 হেতে দুইজন । কোতুকে আইলা হেমলতার তবন
 হেনকালে অস্তাচলে চলিল মিহির । চক্ষের
 দয় হইলেন বিনাশি তিমির ॥ অস্তপ্পটে
 দুইজনে করিলা গমন । আসনে বসিলা দোঁটে
 হরষিত মন ॥ নানামতে ভোজন করেন দোঁটে
 সুখে । চামর ব্যজন রাগী করেন সম্মুখে
 হেমলতা প্রতি চাহি রাজার নন্দন । কহিতে ল
 গিলা হয়ে সহাস্য বদন ॥ রাজ্য ছাড়ি বহুদিন ব্রা
 বনে বনে । নাহি জানি পিতা মাতা আছেন

মনে ॥ দেখিতে বাসনা বড় হয়েছে মনেতে ।
 জামার বিদায় দেও হ'ল্য বদনেতে ॥ চিত্রসেন
 লগ্নে সুখে রাজ্য ভোগ কর । পিতৃ রাজ্য যাব
 আমি অনুমতি কর ॥ এতক শুনিয়া রাজনন্দনের
 দাণী । কহিতে লাগিল তখন রাজার নন্দিনী ॥
 কি কথা কহিলে পুনঃ বল দেখি শুনি : কেমনে
 এমন কথা বলিলে আপনি ॥ কি কারণ এত ভর
 পাইব বচন : পাষণ্ড হৃদয় ভয় রাজার নন্দন ॥
 এত ক্রোশে আসিয়াছি আমার ভবনে । স্মরণ হও কিছু
 দিন থাকিয়া এখানে ॥ হেমলতা প্রতি কহে রাজার
 নন্দন । নিষেধ আসানে না করিবে বদাচন ॥
 পাইব ভবনে মনে করিছি মনন । কোনমতে না
 এনিব তোমার বচন ॥ এতশুনি হেমলতা নিরন্তর
 হেলা । মলিন বদন ধরাসনেতে বসিল ॥ চিত্রসেন
 কহিছেন রাজার নন্দনে । এমন বচন তুমি বলিলে
 কেমনে ॥ তোমারে ছাড়িয়া আমি থাকিব এ-
 খানে । কেমনে এমন কথা বলিলে বদনে ॥ দৌছে
 আসিয়াছি বনে মৃগয়া কারণে । নানামত ক্রোশ
 পাইয়াছি বনে বনে ॥ আমা বিনা কতছুঃখ পেয়ছ
 কাননে । সেসকল এখন বুঝি পাসরিলে মনে ॥

নানা স্থানে তোমা বিনা করেছি ভ্রমণ । এখন
 শুনিলে সব রাজার নন্দন ॥ কত কষ্টে দুইজনে
 হয়েছে মিলন । এখন ত্যজিতে চাই বল কি কাণ
 কি লাগি আইলা তুমি উরুশী ছাড়িয়ে । আমারে
 কহিছ থাক হেমলতা লয়ে ॥ যেখানে যাইবে তুমি
 রাজার নন্দন । সেখানে নিশ্চয় আমি করিব গমন ।
 অন্যথা নাহিক ইথে হবে কদাচন । সত্যকরি ক-
 হিলাম স্বরূপ বচন ॥ যদ্যপি আমারে ছাড়ি যা-
 য়ানাস্তরে । পশ্চাতে যাইব আমি কহিমু তোমা-
 রাজপুত্র শুনি চিত্রসেনের বচন । কহিতে লাগিল
 হয়ে মলিন বদন । নিশ্চয় যাইব মাতা পিতা
 দরশনে । কদাচ নাহিক আমি থাকিব এখানে ।
 যাইচ্ছা তোমার তুমি করহ এখন । সত্য করি ক-
 দেখি কিসেব মনন ॥ চিত্রসেন কহিলেন রাজা
 তনয়ে । কেমনে থাকিব হেথা তোমা-
 একান্ত যদ্যপি তুমি যাইবে তবন । আমিও তে-
 মার সঙ্গে করিব গমন ॥ হেমলতা দুজনার বচ-
 শুনিয়া । করষোড়ে কহিলেন বিনয় করিয়া
 আমারে ত্যজিয়া বল কোথায় যাইবে । নিতা
 কি কান্ত মম পরাণ বধিবে ॥ কতু না ছাড়িব আ-

তাইর সঙ্গেতে । তোমা ছাড়ি এখানে না রব কোন
 মতে ॥ চিত্রসেন হেমলতার চাহিয়া বদন । প্রবোধ
 দিয়া কহিছেন মধুর বনে ॥ অতুল ঐশ্বর্য্য রাজ্য
 ত্যজিয়া সুন্দরী । কেমনে যাইবে এসকল পরিহার ॥
 আসিয়াছি ভ্রমণ করিয়া বনে বনে । পুনরপি যাব
 দৌহে গহন কাননে ॥ দুঃখলেশ নাহি জান রাজার
 নন্দিনী । আমাদের সঙ্গে কোথ গাবে বিনোদিনী ॥
 কিছুকাল রাজ্যভোগ কর আনন্দেতে । কি দুঃখ
 ইবে বল তুমি জাননেতে ॥ চিত্রসেন বচনেতে
 হইল হেমলতা । তোমা ছাড়ি রব হেথা এ কেমন
 কথা ॥ অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ নাহিক বাসনা । এ-
 কত্রে থাকিব দৌহে সদত কামনা ॥ জাননা কি
 স্ত্রীলোকের পতি বিভূষণ । পতি বীনা রূথা নারী
 নীবন ধারণ ॥ স্ত্রীলোকের পতি বিনা গতি নাহি
 তার । অসার সংসারে নারীর পতি মাত্র সার ॥
 কোন্ত যদ্যপি কোন্ত যাইবা ত্যজিয়া । নিশ্চিহ্ন
 ত্যজিব প্রাণ আত্মঘাতি হইয়া ॥ চিত্রসেন হেমলতা
 বচন শুনিয়া । কহিতে লাগিল নানামত প্রবোধিয়া
 রাজকন্যা বিনয়েতে কহেন বচন । অশ্রুপূর্ণ
 হনুনে মলিন বদন ॥ প্রবোধ বচন নাথ বল অকা-

রণ। সঙ্কেতে যাইব না শুনিব কদাচন।। চিত্রসেন
 কহিলেন রাজকুমারের। কি উপায় করিব হে বল
 আমারে।। রাজকন্যা যদ্যপি নিবেদন না শুনি
 অবশ্য করিয়া সঙ্কে যাইতে হইল।। হেমলতা প্রা
 চাহি বলেন বচন। নিতান্ত যাইবে সঙ্কে করে
 মনন।। অতুল ঐশ্বর্য রাজ্য কারে সমর্পিব।। কেমন
 করিয়া মম সঙ্কেতে যাইবে।। চিত্রসেন বাক্য শু
 ন রাজার নন্দিনী। কহিতে লাগিল। যোড় করি দু
 পাণি।। মন্ত্রী প্রতি রাজ্য ভার করি সমর্পণ।। তে
 মার সঙ্কেতে আমি করিব গমন।। কার্যনাহি অতুল
 ঐশ্বর্য রাজ্য ধন। একান্ত সঙ্কেতে যাব করে
 মনন।। চিত্রসেন শুনি হেমলতার বচন। কহিছে
 বাহা ইচ্ছা করহ এখন।। এত শুনি রাজকন
 ডাকিয়া মন্ত্রীকে। কহিতে লাগিল। অতি হরিষ
 স্তরে।। এ রাজ্য তোমারে করিলাম সমর্পণ।। রাজ্য
 পালন করহ প্রজাগণ।। রাজকন্যা বাক্য মন্ত্রী
 রিয়া শ্রবণ। কহিতে লাগিল। হয়ে বিবাদ বদন
 কেমনে এমন আজ্ঞা করিলে আমারে।। সিংহে
 যে ভার তাহা শৃগালে কি পারে।। এতেক শুনি
 রাণী সহাস্য অন্তরে। নানা মহত প্রবোধিয়া কহে

রে । ধর্ম্মেতে থাকিলে মন নাহি কিছু ভয় ।
 ধর্ম্ম তথা জয় বুধগণে কর ॥ এত বলি
 ত্রা কৈলা শুভক্ষণ দেখি । পুষ্পোদ্যানে সে দিন
 চন্দ্রা বিধুমুখী ॥ অস্তাচলে গমন করিলা দিনমণি
 ন জনে পুষ্পোদ্যানে বঞ্চিলা রজনী ॥ শ্রীনাথে
 কৃণাময়ী করিয়া ককুণা । বিতর কমল পদ মকরন্দ
 পা ॥

—মধ্য—

রাজকুমার ও চিত্রসেনের

বাটী গমন ॥

জামিনী হইল গত উদয় তপন । কিরণে প্রফুল্ল
 হুল কগল কানন ॥ নানা জাতি সরোরুহ দেখি
 ক্ষুণ্ণিত । মধু লোভে মধুকর হয়ে আনন্দিত ॥
 পরিছে চারিদিকে উন্মত্ত হইয়া । সরোবরে প্রফুল্ল
 মল মধুপিয়া ॥ মন্দ মন্দ মলয়া হতেছে সমীরণ ।
 ত্রে স্পর্শ যাত্রে হয় উচাটন মন ॥ নিদ্রা ভঞ্জে
 জকন্যা বসি পুষ্পোদ্যানে । রহাশু করেন নানা
 হাস্য বদনে ॥ চিত্রসেন হেমলতার চাহিয়া বদন ।
 হিতে লাগিলা অতি মধুর বচন ॥ কস্মচারিগণেরে

করহ অনুমতি । যাইবার সুসজ্জা করিতে শীঘ্রগতি ॥
 শুনি আজ্ঞা দিলা দূতে আনিতে মন্ত্রীরে । আদেশ
 পাইয়া দূত চলিল সত্বরে ॥ মন্ত্রীর নিকটে দূত
 করিয়া গমন । গলবস্ত্রে করযোড়ে করে নিবেদন ॥
 আজ্ঞাদিলা মহারাণী তোমারে যাইতে । শীঘ্রচল
 মহাশয় রাণীর সভাতে ॥ শুনিয়া দূতের মুখে মন্ত্রী
 বিচক্ষণ ॥ কৃষ্ণগাং দূত সঙ্গে করিলা গমন ॥
 উপনীত হৈল রাজকন্যা সম্মুখেতে । প্রণাম ক-
 রিয়া কহে বিনয় বাক্যেতে ॥ কি কৰ্ম করিব মোরে
 কহ অনুমতি । কহিতে লাগিলা বাণী চাহি মন্ত্রী
 প্রতি ॥ মমরাজ্য তোমারে করিলাম সমর্পণ । ধ-
 র্ম্মেতে রাখিয়া মন পাল প্রজাগণ ॥ কর্ম্মচারিগণেরে
 করহ অনুমতি । যাইবার সুসজ্জা করিতে দ্রুতগতি ॥
 তখনি বলিলা ডাকি অনুচরগণ । যে যে দ্রব্য চাহি
 তাহা কর আয়োজন ॥ আজ্ঞা মাত্রে প্রস্তুত করিলা
 সব আনি । দাণ্ডাইল সম্মুখেতে হয়ে যোড়পাণি ।
 নানা জাতি হস্তি অশ্ব দাস দাসীগণ । নানা অ-
 লঙ্কারেতে করিয়া সুসাজন ॥ শিবিকা সুসজ্জা করি
 বাহক আনিলা । প্রণাম করিয়া আনি সম্মুখে রা-
 খিল ॥ নানামত খাদ্যদ্রব্য তখনি আনিয়া । কর্ম্ম-

রিগণ রাখে ঘরে সাজাইয়া ॥ করযোড়ে হেমলতা
 হিছে তখন । বিলম্বিতে আর কিছু নাহি প্রয়োজন
 গরের লোক যত আইল দেখিতে । মঞ্জলাচরণ
 ভঞ্জন বদনেতে ॥ জ্ঞাতগতি হেমলতা উঠিয়া
 ধরে । যথাযোগ্য সঙ্গাষণ করেন সবারে ॥ দরিদ্র
 নারে ধন করি বিতরণ । অদৈন্য করিলা দিয়া
 ববিধ রতন ॥ চিত্রসেন হেমলতা রাজার নন্দন ।
 হমারে লইয়া কৈলা শিবিকারোহণ । বাহকগণেরে
 চলিলেন অমুমতি । শিবিকারোহণ করি চল
 গীষ্মগতি ॥ আশ্রয় বাহক হইয়া স্বরান্বিত ।
 শিবিকা লইয়া নদীতীরে উপনীত ॥ হেনকালে
 মস্তাচলে গেল দিনাকর । গগণে উদয় শশী অতি
 শোভাকর ॥ কুমুদিনী প্রফুল্লা হইলা সরোবরে ।
 সমীরণে সঘনে ছুলিছে রস তরে ॥ নদীতীরে সকলে
 চিহ্নিলা সেই দিনে । চৌদিকে বেষ্টিত হয়ে দাস
 দাসীগণে ॥ পরদিন তথা হৈতে নদী পার হয়ে ।
 কোতুকে চলিলা সবে আনন্দিত হয়ে ॥

নানা দেশ বন উপবন ছাড়াইয়া । উত্তরিকা

চন্দ্রদ্বীপ নিকটেতে গিয়া ॥ দূতেরে ডাকিয়া তনে
 রাজার নন্দন । চন্দ্রদ্বীপ নগরেতে করিলা প্রেরণ ।
 আজ্ঞা মাত্র দূত গিয়া রাজার সভায় । গলবস্ত্র যোড়
 করে গম্বুখে দাণ্ডায় ॥ জিজ্ঞাসা করিলা মন্ত্রী দূতেরে
 দেখিয়া । কে তুমি আইলে হেথা কিসের লাগিয়া ॥
 করযোড় করি দূত বলিলা বচন । কুমারের হইয়াছে
 শুভ আগমন ॥ শুনি মন্ত্রী উঠিলেন দুরাশ্রিত হৈয়া ।
 রাজারে কহিলা বাত্মা দুরাশ্রিত হৈয়া ॥ পুত্র
 শোকানলে দগ্ধ ছিল রাজ্য রাণী । আনন্দ সাগরে
 মগ্ন হৈলা দৌড়ে শুনি ॥ অবিলম্বে নরপতি সভায়
 আসিয়া । অদৈন্য করিলা দূতে নানা ধন দিয়া ॥
 কহিলেন মন্ত্রী প্রতি হরষিত অতি । চন্দ্রকুমারে
 গিয়া আন শীঘ্রগতি ॥ রাজার আদেশ পাইয়া
 দুরাশ্রিত হৈয়া । চলিলা সঙ্কেতে সভাসদগণ লয়া ॥
 মধ্য বসি রাজপুত্র আনন্দ অন্তরে । উপনীত হই
 মন্ত্রী দণ্ডবত করে ॥ মন্ত্রীয়ে দেখিয়া তখন রাজার
 নন্দন । সমাদরে করি দিলা বসিতে আসন ॥ কর-
 যোড়ে কহিলেন শুন যুবরাজ । আপনার নিকটে
 পাঠালেন মহারাজ ॥ কুমারের আগমন অবগ
 করিয়া । লয়া যাইতে আমারে দিলেন পাঠাইয়া ॥

দ্বীপে বচন শুনি রাজার নন্দন। পুলকে পূর্ণিত
 চিত্ত আনন্দিত মন। সঙ্গিতে লইয়া হেমলতা চিত্র-
 গণে। পদব্রজে চলিলেন রাজার সদনে॥ অশ্ব
 হস্তি দাস দাসী চলিল। পশ্চাতে। অগ্রসর আপনি
 ইয়া যোড়হাতে॥ উপনীত হৈলা গিয়া রাজার
 ভায়। সাক্ষাতে প্রণিপাত করিলা পিতায়॥
 চিত্রলেন নমস্কার করিলা রাজারে। হেমলতা প্র-
 বশ করিলা অন্তঃপুরে॥ অশ্ব হস্তি দাস দাসী
 থা যোগ্য স্থানে। স্নানদান করিলেন আনন্দিত
 মনে॥ পুত্র কোলে লৈয়া রাজা প্রফুল্ল বদনে। চুম্বন
 করিয়া রাজা কহেন নন্দনে॥ এতদিন কেমনেতে
 ছিলে পানরিয়া। মনে কি ছিলনা বাছা জনক
 লিয়া॥ নানামত বাক্যে রাজার সান্ত্বনা করিয়া।
 উত্তরিল। জননীর নিকটেতে গিয়া॥ সাক্ষাতে
 প্রণাম কৈলা মাতার চরণে। পুত্র কোলে লইয়া
 রাণী আনন্দিত মনে॥ ক্রোড়ে করি কুমারেবর
 হৃদয়ে লাগিলা। কেমনে মায়ের বাছা পানরিয়া
 হৈলা॥ অবিস্মৃত অশ্রুধারা বহে নয়নেতে। চুম্বন
 করেন রাণী পুত্র বদনেতে॥ জন্মাবধি কখন না
 দান ছঃখলেশ। আহা মরি বাছা কত পাইনাই

ক্লেশ ॥ সুবর্ণ জিনিয়া বর্ণ হয়েছে বিবর্ণ । পথ
 আছে কলেবর হইয়াছে শীর্ণ ॥ কত ক্লেশ কাননে
 পেয়েছ বাছাধন । রবির কিরণে শুকায়েছে চন্দ্রানন ॥
 ছুঃখানলে দগ্ধ দেহ হতেছে আমার । মা বলে বিধু
 বদনে ডাক একবার ॥ মায়ের বচনে চন্দ্রকুমার
 তখন । করঘোড়ে কহিলেন মধুর বচন ॥ আমাবিনা
 কত ছুঃখ পেয়েছ জননি । রূপাকরি অপরাধ না
 লবে আপনি ॥ কি করিব বিধিলিপি কে ঋণ্ডাতে
 পারে । সুখ ছুঃখ হয় মাগো কর্ম অনুসারে ॥
 বাৎসল্য ভাবেতে পুজ্ঞে করান ভোজন । আপনি
 করেন বসি চামর ব্যজন ॥ ভোজনান্তে পালসেতে
 করিলা শয়ন । পথআন্তে নিদ্রা জান হয়ে অচেতন ॥
 হেমলতা লয়ে রাণী অতি সমাদরে । জিজ্ঞাসা
 করেন তারে সুমধুর স্বরে ॥ কোথায় নিবাস তব
 কাহার নন্দিনী । সত্যাকরি বিস্তারিয়া বল দেখি
 শুনি ॥ হেমলতা কহিলেন সব বিস্তারিয়া । আন-
 ন্দিত হৈলা রাণী বিশেষ শুনিয়া ॥ অতি সমাদরে
 লয়ে করান ভোজন । হেমলতা হৈলা অতি প্রকুল্লিতা
 মন ॥ ছুই জনে নানাস্তে কথোপকথন । আনন্দ
 সাগরে মগ্ন হইলা তখন ॥ হেমলতা প্রতি রাণী

নাগিনী কহিতে । কতদুঃখ বাছা পাইয়াছ কান-
 নতে ॥ সারারাত্র কাননে হয়েছে আগরণ ।
 কণেক বিশ্রাম কর করিয়া শয়ন ॥ প্রফুল্লা হইলা
 শুনি রাণীর বচন । পালক উপরে গিয়া করিলা
 শয়ন ॥ নিদ্রা ভঞ্জে রাজপুত্র দিবা অবসানে । ভ্রমণ
 করিতে চলিলেন পুষ্পোদ্যানে ॥ নানামত পুষ্প
 সুশোভিত পুষ্পোদ্যান । নন্দন কানন সম যাহার
 বাখান ॥ চতুর্দিকে নানা জাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত ।
 সৌরবে মোহিত বিশ্বগন্ধে আমোদিত ॥ দেখিয়া
 কানন শোভা রাজার নন্দন । আনন্দ অন্তর হয়ে
 করেন ভ্রমণ ॥ হেনকালে অন্তাচলে গেল দিবাকর ।
 গগণে উদয় হৈল পূর্ণ সুধাকর ॥ শ্রীনাথে করুণাময়ী
 করিয়া করুণা । বিত্তরকমল পদ মকরন্দ কণা ॥



কুমারের বিবাহ জন্য শল্য রাজার
 নিকট দূত প্রেরণ ।

ইন্দ্রসেন নরপতি রাজা ইন্দ্র প্রায় । বারদিয়া
 প্রভাতে বসিলা নররায় ॥ অমাত্য বন্ধু বান্ধব হইয়া

বৈষ্ণব । ব্রজাঙ্গী বসি গুর পুরোহিত ॥
 হেনকালে রাজপুত্র আইলা সভায় । প্রণাম করিয়া
 ভূপে সম্মুখে দাণ্ডায় ॥ পুত্রেরে দেখিয়া রাজা হর-
 যিত মন । বসিতে আদেশ রাজা করিলা তখন ॥
 রাজপুত্র ভূপতির আজ্ঞা অমুনারে । বসিলা সভায়
 ক্রান্তি প্রফুল্ল অন্তরে ॥ বিচার করেন নানা বুধগণ
 সঙ্গে । সম্মুখ হইলা সবে শাস্ত্রের প্রসঙ্গে ॥ ভূপতিকে
 কহিলেন সভাসদগণ । সর্ব গুণাশ্রিত রাজা তোমার
 নন্দন ॥ এতেক শুনিয়া সভাসদের বচন । ইন্দ্রসেন
 রাজা হৈলা আনন্দিত মন ॥ মন্ত্রী অতি নরপতি
 বলিলা তখন । পুত্রের বিবাহ দিব করেছি মনন ॥
 শল্য নামে রাজা মগধের অধিকারী । কন্যা এক
 আছে তার পরমা সুন্দরী ॥ মগধ রাজ্যেতে দেহ
 দূত পাঠাইয়া । বিবাহের বিবরণ সকল লিখিয়া ॥
 রাজার আদেশ পাইয়া মন্ত্রীবিচক্ষণ । মগধ রাজ্যেতে
 দূত করিলা প্রেরণ ॥ প্রণাম করিয়া দূত গেল শীঘ্র-
 গতি । মগধ রাজ্যেতে যথা শল্য নরপতি ॥ উপনীত
 হৈল গিয়া রাজার সভায় । পত্র দিয়া বোড়হস্তে
 সম্মুখে দাণ্ডায় ॥ দূতে দেখি রাজমন্ত্রী কহেন
 তখন । কে তুমি কোথায় যাই কহ বিবরণ ॥ কর

যোড় করি দূত কহিতে লাগিল। ইন্দ্রসেন নরপতি
 মোরে পাঠাইল ॥ পত্রদিয়া সম্মুখেতে রহে দাণ্ডা-
 ইয়া। জিজ্ঞাসা করিলা আর সব বিস্তারিয়া ॥ পত্র
 পাঠ করি মন্ত্রী রাজারে কহিলা। শুনি রাজা আনন্দ
 লাগরে মগ্ন হৈলা ॥ দূতেরে ডাকিয়া নানা পুরস্কার
 দিয়া। কহিতে লাগিল। রাজা দূতে সম্বোধিয়া ॥
 ইন্দ্রসেন রাজাকে কহিবে নমস্কার। আজ্ঞাবর্তী
 আছি আমি সদত তাঁহার ॥ যে আজ্ঞা করিবেন
 তিনি করিব তথনি। অন্যথা নাহিক ইথে স্বরূপ
 কাহিনী ॥ এইমত নানা বাণ্য দূতেরে কহিয়া।
 বিদায় করিলা পত্র প্রত্যুত্তর দিয়া ॥ সভা হৈতে দূত
 অতি হরিষ অন্তরে। যাত্রা কৈলা প্রণাম করিয়া
 ভূপবরে ॥ ক্রমে ক্রমে নানা দেশ যায় ছাড়াইয়া।
 চন্দ্রদ্বীপ নগরেতে উত্তরিল। গিয়া ॥ উপনীত হয়ে
 ভূপে প্রণাম করিল। শল্যরাজ বাণ্য সব রাজারে
 কহিল ॥ ভূপতিরে দিল শল্য ভূপতির পত্র। পত্র
 দৃষ্টে ভূপতিরপুলকিত চিত্র ॥ দূতেরেশেরোপা দিল।
 বিবিধ রতন। প্রণাম করিয়া দূত করিলা গমন ॥
 প্রফুল্ল বদনে রাজা কহিলা মন্ত্রীয়ে। বিবাহের আ-
 যোজন করহ লক্ষ্যে। রাজার আদেশে মন্ত্রী স্বরাশ্রিত

হৈয়া । প্রস্তুত করিলা দ্রব্য সমস্ত আনিয়া ॥ সভাসদ
 পণ্ডিতেরে বলিলা তখন । দিনস্থির কর শুভলক্ষ্য
 শুভক্ষণ ॥ মন্ত্রীর আদেশে সভাসদ ভট্টাচার্য্য ।
 শুভক্ষণ শুভদিন করিলেন ধার্য্য ॥ কর্মচারিগণেরে
 করিলা অনুমতি । বিবাহের আয়োজন কর শীঘ্রগতি
 মন্ত্রীর আদেশ পাইয়া কর্মচারিগণ । অবিলম্বে
 কৈল যত দ্রব্য আয়োজন ॥ পত্রলিখি দেশে দেশে
 দূত পাঠাইলা । শুভলক্ষ্য পত্র শল্য রাজারে লিখিলা ॥
 পত্রিকা পাইবা মাত্রে শল্য নরপতি । পুনকে পূর্ণিত
 চিত্র আনন্দিতঅতি ॥ মন্ত্রীরে ডাকিয়া আঞ্জি করিলা
 তখন । বিবাহের দ্রব্য সব কর আয়োজন ॥ রাজার
 আদেশে মন্ত্রী অতি বিচক্ষণ । প্রস্তুত করিলা দ্রব্য
 যাহা প্রয়োজন ॥ ইন্দ্রসেন নরপতি বসিয়া সভাতে ।
 ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লয়ে অতি হরষিতে ॥ নানা মতে
 শাস্ত্রালাপ বুধগণ সজে । আনন্দিত নরপতি শাস্ত্রের
 প্রসঙ্গে ॥ বুধগণ সজেতে বিচার করি নানা । শুভক্ষণ
 শুভদিন করিলা গণনা ॥ লগ্নপত্র লিখে দূত করিলা
 প্রেরণ । মগধ রাজ্যেতে শল্য রাজার সদন ॥ অস্ত-
 পুরে নারীগণলয়ে রাজপুজে । হরিদ্রা লেপন করে
 কুমারের গায়ে ॥ নানা বাদ্য জয়ধ্বনি করে নারীগণ

নানা মতে করে সবে মঙ্গলাচরণ ॥ বিবাহ উৎসর্গে
 রাজা আনন্দিত মন ॥ দরিদ্র জনারে দেন নানা
 বিধ ধন ॥ ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্যগণে বিনয় করিয়া ॥ বিদায়
 করিয়া অকাতরে ধন দিয়া ॥ নানামত নৃত্য গীত
 রাজ ভবনেতে । ভূপতি আনন্দ অতি হইলা মনেতে
 পঞ্চদশ দিবস একপ রাগরঙ্গ । অবিষ্টাম গান বাদ্য
 নাহি তাল ভঙ্গ ॥ নগরের লোক যত সদা আনন্দিত ।
 দুঃখলেশ নাহি দিবানিশি হরষিত ॥ দিবা অবসান
 হইয়া আইল বামিনী । হেমকাজে অস্তাচলে গেল
 দিনমণি ॥ শ্রীনাথে করুণাময়ী করুণা করিয়া ।
 পারকর ভবান্নবে পদতরী দিয়া ॥



রাজা ইন্দ্রসেনের সৈন্য সুমঞ্জার্যে
 মন্ত্রী প্রতি আদেশ ॥

প্রভাতেতে নরপতি, হরে হরষিত অতি, মন্ত্রী
 প্রতি করিলা আদেশ । হরে অতি স্বরাশ্রিত, সৈন্য
 কর, সুমঞ্জিত, ঘাইতে হইবে দূর দেশ ॥ পেরে
 রাজ অনুমতি, মন্ত্রী অতি দ্রুতগতি, সেনাপতি নি-
 কটে চলিলা । বখা রসি সেনাপতি, ধীর বুদ্ধিবান

অতি, শীঘ্রগতি তথা উত্তরিল। ॥ দেখি মন্ত্রী আগম
 সেনাপতি বিচক্ষণ, বসিতে আসন দিয়া তাঃ
 বসাইয়া সমাদরে, জিজ্ঞাসেন মন্ত্রীবরে, কি কার
 আইলে হেথায় ॥ হয়ে আনন্দিত মন, কহিলা
 বিবরণ, চাহি সেনাপতির বদন। ভূপতির অনুমতি
 ছুরাকরি শীঘ্রগতি, সৈন্যগণ করহ সাজন ॥ কুমারে
 পরিণয়, শুন এই পরিচয়, ভূপতি করিলা অনুমতি
 আপনি সুসজ্জ হয়ে, সৈন্যগণ সজে লয়ে, চল শী
 যথা নরপতি ॥ মন্ত্রীর শুনি বচন, হয়ে পুলকিত ম
 সুসজ্জা করিছে সৈন্যগণ। ধনুশর হস্তে লয়ে, অ
 পনি সুসজ্জ হয়ে, সেনাপতি করিছে গমন ॥ অ
 গজ আরোহণে, পদাতিক সৈন্যগণে, সজে ক
 লইয়া চলিল। বিবিধ আয়ুধ করে, উন্নাসিত অন্তরে
 নুপতি সম্মুখে উত্তরিল ॥ দেখি রাজা সৈন্যগণ, হ
 আনন্দিত মন, আজ্ঞা দিলা ডাকি সেনাপতি
 লয়ে সব সৈন্যগণ, ছুরায় কর গমন, মগধ রাজ্যে
 শীঘ্রগতি ॥ পেয়ে রাজ অনুমতি, সেনাপতি দ্রুতগা
 সৈন্যগণ লইয়া চলিল। সৈন্য কোলাহল শব্দ
 শুনিয়া সকলে স্তব্ধ, বসুমতী কম্পিতা হইলা
 সৈন্যগণ আগমন, শুনিয়া শল্য রাজন, কহিলা

যন্ত্রীয়ে ডাকিয়া । হয়ে যন্ত্রী অগ্রসর, করি অতি
সমাদর, আন সবে শীঘ্রগতি গিয়া ॥ পেয়ে নৃপ
অনুমতি, হয়ে অতি দ্রুতগতি, সেনাপতি সঙ্গেতে
লইয়া । যথা সব সৈন্যগণ, ভরায় করি গমন, উপ-
নীত হৈলা দৌছে গিয়া ॥ যথা যোগ্য জনে জনে,
ক্রমে বিনয় বচনে, সকলেতে করি সমাদর ।
বাসস্থলে সৈন্যগণে, দিয়া মন্ত্রী জনে জনে, উত্তবিলা
রাজার গোচর ॥

—মধ্য—

ইন্দ্রসেন রাজা কুমারের সহিত মগধ

রাজ্যে গমন ।

পয়ার । হেথা ইন্দ্রসেন রাজা আনন্দিত মনে ।
নানা রত্নে সাজাইয়া আপন নন্দনে ॥ যুকুতা প্রবাল
মণিময় আভরণ । পরিধান করাইলা বিচিত্র বসন ॥
নানা রত্নে সুশোভিত হইলা কুমার । কন্দর্পের দর্প
চূর্ণ হৈল রূপে তার ॥ নগরের নারীগণ দেখিয়া
কুমারে । অধৈর্য্য হইলা সবে স্মর পঞ্চশরে ॥ রূপ
দেখি নারীগণ হইয়া চঞ্চলা । স্থির নহে সকলেতে
অস্থির হইলা ॥ পরস্পর রামাগণ কহিতে লাগিলা ।

ফোন রমণীর জন্যে বিধাতা সৃজিলা ॥ কতত্রস্ত
করেছিল ধর্ম জন্মান্তরে । সেই পুণ্য কলে ধনী
পাবে এইবারে ॥ এতবলি নারীগণ কুমারে দেখিয়া ।
চিত্রপুতলির ন্যায় রহিলা চাহিয়া ॥ এইকপেনরপতি
কুমারে লইয়া । গজপৃষ্ঠে উঠিলেন আনন্দিত হৈয়
অশ্বাকট গজাকট যত নৃপগণ । সঙ্কেতে চলিল অবি
জানন্দিত মন ॥ আর আর অমাত্য বান্ধবগণ যত ।
পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন শত ॥ নানা জারি
নানা বাজিতেছে নানা স্বরে । সুমধুর স্বরে তার মা
শ্রাণ করে ॥ এইকপে নরপতি কুমারে লইয়া
শল্যরাজ নগরেতে উত্তরিল গিয়া ॥ দূত গিয়া
দিল শল্য নরবরে । শুনিয়া ভূপতি অতি আনন্দ
জন্তরে ॥ অগ্রসর হৈলা লয়ে সত্যসদগণ । পদত্রয়ে
নরপতি করিলা গমন ॥ ইন্দ্রসেন ভূপতির সম্মু
খেতে গিয়া । গলবস্ত্রে করযোড়ে রহে কীণ্ডাইয়া
গজপৃষ্ঠ হৈতে ইন্দ্রসেন নরপতি । ভুতলে নাম্বিব
হয়ে হরষিত অতি ॥ শল্যরাজ করে ধরি ভূপা
তখন । মৃদুস্বরে কহিছেন মধুর বচন ॥ এত স্তা
মহারাজ কেমনে আমায় । অদেয় কি আছে ব
আমার তোমায় ॥ এতবলি দৌহাকার দৌহে হ

ধরি। আনন্দ অন্তরে গিয়া প্রবেশিল। পুরি ॥ সভা
মধ্যে উপনীত হৈল ছই জন। গাত্রোখান করে যত
সত্যসদগণ ॥ সভাস্থ সমস্ত লোক উঠি দাড়াইল।
যথা যোগ্য সকলেতে সম্মান করিল ॥ সভামধ্যে ছই
জনে কুমারে লইয়া। বসিলেন গিয়া অতি আনন্দিত
হইয়া ॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণ চৌদিকে বেষ্টিত। তেজ
স্বী তপস্বী যেন তপন উদ্ভিত ॥ বিচার করেন নানা
শাস্ত্রের প্রসঙ্গে। আগম নিগম নানা শ্রুতি বেদ
অঙ্গে ॥ ভাটে করে ভূপতির কুলের বর্ণন। অবগে
সভাস্থ সবে আনন্দিত মন ॥ জীনাথে করুণা ময়ী
করুণা করিয়া। ভবান্ধবে পার কর পদতরী দিয় ॥



রাজপুত্রের বিবাহ।

দিক্স অরুণান হৈল উপনীত নিশি। গগণে উদয়
বোলকলা পূর্ণ শশী ॥ শুভলগ্ন অনুসারে লইয়া
কুমারে। স্ত্রী আচার অঙ্গপূরে নারীগণ করে ॥
শঙ্খ বাদ্য গান বাদ্য কোলাহল ধ্বনি। আনন্দ
অন্তরে করে যতেক রমণী ॥ দেখি যত নারীগণ

কুমারের রূপ । স্মরানল উত্তাপে উথলে রসকূপ
 অধৈর্য্য হইলা সবে আশ্চর্য্য দেখিয়া । লজ্জা ভ
 কুল মান সব পাসরিয়া ॥ ধৈর্য্যাবলম্বন করি য
 নারীগণ । পরস্পর কহে সবে মধুর বচন ॥ যেম
 স্কুপা কন্যা যোগ্যপাত্র তার । কি আশ্চর্য্য নিরীক্ষা
 দেখে বিধাতার ॥ কুমারেবের রামাগণ লইয়া তখন
 স্ত্রীসংচার করে সবে আনন্দিত মন ॥ অন্তস্পু
 হৈতে বরে আনিয়া বাহিরে । পাত্রস্থ করিলা কন
 অতি সমাদরে ॥ পুনরায় অন্তস্পুরে বরে লয়ে গেল
 চতুর্দিকে নারীগণ ঘেরিয়া বসিল ॥ মহানন্দে নৃত
 গীত করে নারীগণ । বাসরে বসিয়া সবে হরষি
 মন ॥ কৌতুক করেন নানা কুমারের সঙ্গে । রজ
 বঞ্চিলা সবে নানা রস রঞ্জে ॥ রজনী প্রভাত হৈ
 উদয় তপন । বাহিরে আইলা তখন রাজার নন্দন
 দরিদ্র দুঃখিতগণ নগরের যত । রাজার ভবনে সবে
 হৈলা উপনীত ॥ যথা যোগ্য ধনদান সভারে করিলা
 আনন্দ অন্তরে সবে বিদায় হইলা ॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডি
 গণে অতি সমাদরে । নানা রত্নধন দান করি সা
 কারে ॥ সাক্ষাৎ প্রণাম করি কহেন বচন ॥ আশী
 র্বাদ দম্পতীকে কর মুনিগণ । রাজার বিনয়ে শু

হইয়া সকলে। আশীর্বাদ করিলেন অতি কুতূহলে।
 শল্য রাজ্য প্রতি ইন্দ্রসেন নরপতি। কহিতে লাগিল
 রাজা মধুর ভারতী ॥ দম্পতিরে নরপতি করহ
 বিদায়। আপনি সত্বর তুমি হও নররায় ॥ বহুদিন
 আসিয়াছি তোমার ভবনে। এক্ষণে বিদায় কর
 আনন্দিত মনে ॥ ইন্দ্রসেন ভূপতির বচন শুনিয়া।
 শল্য নরপতি কন মিনতি করিয়া ॥ কেমনে এমন
 বাক্য বলিলা আপনি। আমার ভবন এই অপূর্ব
 কাহিনী ॥ পূর্বেতে প্রভেদ ছিল এখন তা নয়।
 আমি তব পরিবার জানিহ নিশ্চয় ॥ সলঙ্ঘিত হয়ে
 রাজা কহেন বচন। তুমি আমি ভিন্ন নহি স্বরূপ
 বচন ॥ লৌকিক কিবল মাত্র আহুয়ে প্রভেদ। নতু-
 বা হে এক আত্মা সিদ্ধ হয় বেদ ॥ আত্ম তত্ত্ব এই
 বটে লৌকিক তা নয়। আত্ম তত্ত্ব বিচারে ঈশ্বরে
 হয় লয় ॥ সে জ্ঞানে সংসার যাত্রা নির্বাহ না হয়।
 অতএব ভেদ জ্ঞান করিতেছে হয় ॥ ইন্দ্রসেন বচনে-
 তে শল্য নরপতি। পুলকে পূর্ণিত চিত্র হরষিত অতি
 সমাদরে শল্য রাজ্য করি আলিঙ্গন। কহিতে লাগিলা
 হয়ে আনন্দিত মন ॥ সদত আমারে রাজ্য রাখিবে
 মনেতে। বিন্ধ্যত আমারে না হইবে কোন মতে ॥

এত বলি অন্তঃপুরে করিল। গমন। রাণীর নিকটে
 গিয়া বসিল। রাজন ॥ কহিতে লাগিল। হরে সজ
 নয়ন। বিষাদিত নরপতি মলিন বদন ॥ প্রাণে
 সমান কন্যা বিনায় করিয়া। কেমনে রহিব ঘ
 ঠৈরয় ধরিয়া ॥ রাজার বিলাপে রাণী লাগিল। ক
 ন্দিতে। অর অর অশ্রু ধারা বহে নয়নেতে ॥ সত
 নয়নে নৃপে লাগিল। কহিতে। থাকিতে এ প্র
 কন্যা না দিব যাইতে ॥ প্রাণের তনয়া আমি বিদ
 করিয়া। জুড়াব এ প্রাণ বল কাহারে দেখিয়া ॥
 গীর বচনে রাজা বলিল। বচন। অধৈর্য্য। হৈও না
 ধৈর্য্যাবলম্বন ॥ শীঘ্রগতি বিদায় করহ নন্দিনী
 এত বলি উঠি রাজা আইল। বাহিরে। বর ক
 লয়ে রাণী করায় ভোজন। বিদায় করিল। হরে স
 ল নয়ন ॥ শিবিকায় আরোহণ করায়। কন্যা
 কান্দিতে লাগিল। রাণী গিয়া অন্তঃপুরে ॥ ইন্দ্র
 নরপতি বরকন্যা লয়া। গজ পৃষ্ঠে আরো
 আনন্দিত হইয়া ॥ শল্য নরপতি নৃপ সম
 আসিয়া। বিবিধ বচন কহে মিনতি করিয়া ॥ আ
 রাখিবে মনে নাহি পাসরিবে। কুশল সমাদ
 সদত লিখিবে ॥ এত বলি শল্য রাজা হইয়া বিদ

সৈন্যে চলিল। রাজ্যে ইস্কসেন রায় ॥ নদ নদী
 বন ছাড়াইয়া নানা দেশ। চন্দ্রদ্বীপ নগরেতে করিল।
 প্রবেশ ॥ লোক মুখে শুনি রাণী পুত্র আগমন। আবা
 হন করিল। যতেক নারীগণ ॥ শঙ্করানি নানা মতে
 মঙ্গলাচরণ। আনন্দ অন্তরে করে যত নারীগণ ॥
 ভবনে গমন কৈল দম্পতীরে লয়ে। অন্তঃপুরে প্রবে
 শিল আনন্দিত হয়ে ॥ বর কন্যা প্রণমিলা রাণীর
 চরণে। আশীর্বাদ কৈল রাণী সহস্র বদনে ॥ পুত্র
 পুত্রবধু রাণী লইয়া তখন। নানা মতে করাইলেন
 দৌহারে ভোজন ॥ অন্তঃপুরে ছিল যত নগর
 রমণী। অকাতরে ধনদান করিলেন রাণী ॥ পাইয়া
 প্রচুর ধন যত নারীগণ। আশীর্বাদ করি সবে করিলা
 গমন ॥ নরপতি হর্ষ অতি বসিয়া সভায়। ধন বিতরণ
 করে কল্পতরু প্রায় ॥ জীনাথে করুণা ময়ী করিয়া
 করুণা। বিতর কমল পদ মকরন্দ কণা ॥

একদিন নরপতি বসিয়া সভায়। ব্রাহ্মণপাণ্ডিত চতু-
 স্পাশ্বে শোভা পায় ॥ আশ্রিত্য বিচার করেন নরপতি
 মনেতে ভূপতি হয়ে আনন্দিত অতি ॥ বিবরে
 বৈরাগ্য হয়ে চিন্তিলেন মনে। প্রয়োজন নাহি আর
 এই রাজ্য ধনে ॥ অনিত্য সংসার এষ্ট সকলি অসার ॥

নিত্য বস্তু ভগবান পদ করি সার ॥ অতুল ঐশ্বর্য
 ভোগ হৈল নানা মতে । স্থায়িত্ব কিছুই আমি
 দেখি ইহাতে ॥ সকলি অনিত্য নিত্য নহে রা
 ধন । সঙ্কে নাহি যাবে হৈলে শরীর পতন ॥ এবে
 বিচার রাজ্য করি মনে মনে । মৌন হয়ে বসি
 রহিয়া ধরাসনে ॥ হেন কালে রাজপুত্র তথা
 নীত । ধরাসনে পিতারে দেখিয়া বিস্মিত ॥
 যোড়ে করি নৃপে কহেন বচন । চিন্তিত অন্তর কি
 কিসের কারণ ॥ চন্দ্রকুমারে রাজ্য দেখিয়া নর
 সজল নরনে নৃপ কহেন নন্দনে ॥ বৃদ্ধ হইয়াছি
 কার্য্য নাই রাজ্য । অরণ্যে যাইব মনে করিয়
 ধার্য্য ॥ উপবৃক্ত পুত্র তুমি রাজ্য ভোগ কর । অ
 যাইব মনে হইওনা কাতর ॥ পুত্র সম প্রজাগণ
 পালন । প্রজার পীড়ন না করিবে কদাচন ॥
 প্রতিদৃষ্টি যেন অনুকণরয় । যথাধর্ম্মস্তথাভয় বৃ
 কয় ॥ ইন্দ্রসেন নরপতি এতেক কহিয়া । কান
 প্রবেশিল পুত্রে রাজ্য দিয়া ॥ সমাধি করিয়া
 লেন নরপতি । শুদ্ধচিত্ত হইয়া আতি আনন্দিত
 পিতৃ শোকে রাজপুত্র হইয়া কাতর । ছনমনে
 যাইয়া রহে নিবসন ॥ চিত্রসেন ডাকি তবে

দন । কহিতে লাগিলা হয়ে সজলনয়ন ॥ চিরকাল
 ন২ করিতু ভ্রমণ । সে দুঃখ সহিয়া হিনু পিতার
 |২১ ॥ এখন ত্যজিয়া পিতা গেলেন কাননে ।
 |তৃহীন হয়ে গৃহেরহিব কেমনে ॥ চিত্রসেন শূনি
 দ্রকুমার বচন । কহিতে লাগিলা হয়ে মলিনবদন ॥
 রকাল কারো নাহি থাকে মাতা পিতা । কি কারণ
 কারণ খেদ কর বৃথা ॥ চিরস্থায়ী নহে কেহ জগৎ
 |সারে । মহাকাল গ্রাস কেহ এড়াইতে নারে ॥ জন্ম
 হলেমৃত্যুহয় বিধাতা লিখন । অন্যথা নাহিক ইথে
 কপ বচন ॥ বৃথা কেন রাজপুত্র করিছ রোদন ।
 নাহিহয় মহাপাপ শাস্ত্রের লিখন ॥ চিত্রসেন বাক্যে
 নে এবোধ পাইয়া । রাজপুত্র ক্ষণেক রহেন মৌন
 ইয়া ॥ শোক ত্যজি রাজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ।
 |প্রণা করেন চিত্রসেনেরে লইয়া ॥ পুত্র সম প্রজা-
 'ণ করেন পালন । মহানুখী সকলেতে আনন্দিত
 ন ॥ কিছু দিন পরে রাণী টৈলা গর্ত্তবতী । ক্রমে
 |শীকলা তুল্য হইলা উন্মতি ॥ পূর্ণকালে ধরাতলে
 এসবে নন্দন । নিঙ্কলক শশাঙ্ক রাজকুমার বদন ॥
 দধি পুরবাসীগণ টৈলা চমৎকার । পরস্পর কহে
 বে দেখিয়া কুমার ॥ মানব লীলার ছলে দেব

অবতার। উত্তরিল্য ধরাতলে ভবনে রাজার ॥ মনু-
 ষ্যের হেন রূপ কতুনাহি দেখি। রূপের লাবণ্য
 দেখি জুড়ালো গো আঁখি ॥ প্রসেনী বাহিরে গিয়া
 রাজারে জানায়। শুনি হরষিত চিত্ত হৈলা নররায় ॥
 অন্তর্যুগে গিয়া রাজা কুমারে দেখিয়া। অনিমিত্ত
 নয়নেতে রহেন চাহিয়া ॥ রূপের লাবণ্য দেখি
 বিচারেন মনে। দেবতা লীলার ছলে আমার ভবনে ॥
 জন্মনিলা আসি এই বালকের রূপে। মনুষ্যের হেন
 রূপ নহে কোনরূপে ॥ অপরূপরূপ দেখি বিস্ময় ভূ-
 পতি ॥ বাহিরেতে নরপতি গিয়া শীঘ্রগতি ॥ মন্ত্রী প্রতি
 অনুমতি করিলা রাজন। দুঃখিত দরিদ্রে কর ধন
 বিতরণ ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া মন্ত্রী গিয়া ধনাগারে।
 মনের বাঞ্ছিত ধন দিলেন সবারে ॥ অদৈন্য হইয়া
 সবে আনন্দিত মনে। আশীর্বাদ করে সবে রাজার
 নন্দনে ॥ চন্দ্রদ্বীপ নগরেতে মহা মহোৎসব।
 আনন্দ সাগরে মগ্ন জয়ধ্বনি রব ॥ দুঃখিত দরিদ্র
 দ্বিজ পাইয়া বহু ধন। অতি হরষিত মতি হৈলা
 সর্বজন ॥ নানা মত গান বাদ্য প্রতি ঘরে ঘরে।
 ভূপতি প্রকুর অতি হইলা অন্তরে ॥ এক পক্ষ এই-
 রূপ রাজ ভবনেতে। আনন্দ উৎসব রব হয় নানা

১০ ॥ হয় মাসে অন্নদীনা দিন শুভক্ৰমে । চিত্তরথ
 দীনা রাজার নন্দনে ॥ দিনে দিনে বৃদ্ধি হয়
 জার কুমার । অপকপ কপ যেন দ্বিতীয় কুমার ॥
 প্রথম বৎসর যখন হইল অতীত । শুভক্ৰমে আনা-
 য়া গুরু পুরোহিত ॥ আচার্য্যে কুমারে করিলা
 মর্পণ । বিধি অনুসারে করাইতে অধ্যয়ন ॥
 আচার্য্য কুমারে লয়ে অতি শুভক্ৰমে । নানা মতে
 শিক্ষাদেন রাজার নন্দনে ॥ কিছু দিন শিক্ষা পাইয়া
 রাজার নন্দন । সর্বশাস্ত্রে রিলক্ষণ হৈলা বিচক্ষণ ।
 আচার্য্য কুমারে লয়ে রাজার সভায় । উপনীত হৈলা
 গিয়া যথা নররায় ॥ আচার্য্য দেখিয়া রাজা করিয়া
 মনতি । করযোড়ে জিজ্ঞাসা করেন নরপতি ॥
 কি কারণে আগমন লইয়া কুমারে । শুনিতে বাসনা
 হইয়াছে অন্তরে ॥ রাজার বিনয়ে ভূষ্ট আচার্য্য
 হইয়া । ভূপতিরে কহিছেন আশীষ করিয়া ॥ পরী-
 ক্ষা করহ রাজা তোমার নন্দন । কি পর্য্যন্ত হইয়াছে
 শাস্ত্রে অধ্যয়ন ॥ সভাসদ পণ্ডিতগণেরে নরপতি ।
 পুত্রের পরীক্ষা লইতে কৈলা অনুমতি ॥ ত্রীনাথে
 কঙ্কণাময়ী করুণা করিয়া । ভবান্নবে পার কর পদ-
 স্তরী দিয়া ॥

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য কুমার । নানা মতে
 শাস্ত্রালাপ করেন কুমার ॥ বিচারে হইয়া ভূট কত
 বুধগণ । ধন্য ধন্য প্রশংসা করয়ে সর্বজন ॥ শুন
 মহারাজ এই তোমার নন্দন । সর্ব শাস্ত্রে হইয়াছে
 অতি বিচক্ষণ ॥ শুন নরপতি অতি হরিষ অন্তরে ।
 ক্রোড়ে করি লইলেন আপন কুমারে ॥ লক্ষ লক্ষ
 চুয়দিয়া কমল বদনে । কহিতে লাগিলা ভূপ আমি
 বচনে ॥ বহুদিনান্তরে বাছা দেখিয়া বদন । অনিন্দ
 সাগরে মগ্ন হৈল মম মন ॥ এ রাজ্য তোমার পুত্র
 ভূমি হও রাজা । পুত্রসম পালন করহ সব প্রজা ॥
 এত বলি মন্ত্রী প্রতি কৈলা অনুমতি । পুত্রে অভি-
 ষেক মন্ত্রী কর শীঘ্রগতি ॥ পুত্রে রাজ্য দিয়া আমি
 বনে প্রবেশিব । নিত্যবস্তু ভগবান পদ আরাধিব ॥
 অনিত্য বিষয় ভোগ হৈল নানা মতে । সুখবোধ
 মনেতে না হৈল কোন মতে ॥ চিন্তিতে নাহিক
 আর বিষয় বাসনা । বনে প্রবেশিয়া করি ঈশ্বর
 সাধনা ॥ এত বলি মৌন হয়ে রহিলা রাজন । ইজিতে
 বুঝিলা তখন মন্ত্রী বিচক্ষণ ॥ গুরু পুরোহিত আনি
 দেখি শুভক্ষণ । রাজপুত্রে অভিষেক কৈলা ততক্ষণ ॥
 সভাসদ পাত্রমিত্র গণেরে চাহিয়া । কহিতে লাগিলা

বিনয় করিয়া ॥ অতিশিথ চিত্ররথ আমার
 ভাল বন্দ কিছু নাহি জানে কদাচন ॥
 মি সর্বশাস্ত্রে অতি বিচক্ষণ । তে কারণে সম-
 গামারে নন্দন ॥ সদত কুমারে হিত উপদেশ
 বেদবিধি মত কৰ্ম করিতে কহিবে ॥ অবি-
 প্রজাগণ দুঃখিত অন্তরে । কাতর হইয়া যেন
 না করে ॥ অধিক তোমারে বলা নাহি প্রয়ো-
 গশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি অতি বিচক্ষণ ॥ এতবলি
 ॥ সজ্ঞেতে করিয়া । কাননে প্রবেশে রাজা
 ত হৈয়া ॥ চিত্ররথ কিছু দূর চলিলা সজ্ঞেতে
 পশ্চাতে যান কান্দিতে কান্দিতে ॥ প্রবোধ
 ত পুজ্ঞে সান্ত্বনা করিয়া । বিদায় করিলা নানা
 হইয়া ॥ প্রবেশ করিলা দৌহে গহন কননে ।
 করিয়া বসিলেন যোগাসনে ॥ রাজপুত্র
 ত করিয়া গমন । পিতৃ শোকে উচ্চৈঃস্বরে
 রাদন ॥ ক্ষণেকতে চিত্ররথ শোক তেমা-
 অন্তম্পূর মধ্যে রাজা প্রবেশিলা গিয়া ॥
 হে নারীগণ পড়িয়া ভুতলে । অবিজ্ঞাম
 হে নরনের অলে ॥ নানামতে দুরাইয়া
 গণে । প্রবোধ পাইলা চিত্ররথের বচনে ॥

সাহস করিয়া রাজ্য ব্যাপারে করিয়া । বসি
 বিবাহের পরে বার দিয়া ॥ গুরু পুরোহিত
 মন্ত্রীরে লইয়া । রাজ কার্য করিছেন আনন্দিত
 সুবিচারে মহানুখী হৈয়া প্রজাগণ । প্রশংসা রাজ
 সবে করে সর্বক্ষণ ॥ জিনাথে করুণাময়ী ক
 করিয়া । ভবান্ধবে পার কর পদ তরি দিয়া ॥

চন্দ্রের পৃষ্ঠেতে সিন্ধু যোজন করিয়া । ভ
 দক্ষিণেতে অশীতি নিয়োজিয়া ॥ ইহাতে
 শকাধার নিকপণ । বৃত্ত করি বুঝিবে পণ্ডি
 গণ ॥ সুধাকর পরে ঋতু রাখিবে দক্ষিণে । দিন
 ইহাতে বুঝিবে বিজ্ঞজনে ॥ তুলা রাশি মাসে
 পতি গুরুবারে । সমাপ্ত করিলাম যথা সাধ্য
 সারে ॥

সমাপ্তঃ ।



সাক্ষ্য করিয়া রাজ্য বাহিরে করিয়া। বসি
 বিজয়পুরে বার দিয়া ॥ গুরু পুরোহিত
 মন্ত্রীর লইয়া। রাজ্য কার্য করিছেন আনন্দিত
 সুবিচারে মহানুখী হৈয়া প্রজাগণ। প্রশংসা রাজ
 সবে করে সর্বক্ষণ ॥ শ্রীনাথে করুণাময়ী ক
 করিয়া। ভবান্বে পার কর পদ ভরি দিয়া ॥

চন্দ্রের পূর্ণেতে সিন্ধু যোজন করিয়া। ত
 দক্ষিণেতে অশীতি নিয়োজিয়া ॥ ইহাতে
 শকাব্দার নিকৃপণ। বৃদ্ধ করি বুঝিবে পণ্ডি
 গণ ॥ সুধাকর পরে ঋতু রাখিবে দক্ষিণে। দিন
 ইহাতে বুঝিবে বিজ্ঞজনে ॥ তুলা রাশি মাসে
 পতি গুরুবারে। সমাপ্ত করিলাম যথা সাধ্য
 সারে ॥

সমাপ্তঃ।

—

